বারুণী-বিলাস নাটক।

কলিকাতাস্থ সুরাপান-নিবারণী সভার
বিজ্ঞাপনানুসারে

পাটনা সুরাপান-নিবারণী সভার
সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
আদেশে

পাটনা কালেজের পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত

কলিকাতা।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৪।

এখানে যে কিপর্য্যন্ত অমঙ্গল ঘট্‌ছে, তা বলা যায় না। বল্‌তে কি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। সচেতনের কথাই নাই, বোধ হয়, অচেতনেরও মনে দুঃখ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহই ইহা নিবারণ কর্‌তে চেষ্টা পান না!"

(বাষ্পমোচন।)

সূত্র। (স্বগত) আহা! স্বদেশানুরাগ এমনিই বটে! এই গুণ থাকাতেই লোক স্ব স্ব দেশের উন্নতি সাধনে প্রাণান্ত পণ করে। এই গুণ থাকাতেই এই সব মহাত্মাগণ সুরা নাশার্থ এতদূর যত্ন পাচ্চেন। ইঁহারাও অন্তঃকরণে এগুণের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। ঐ দেখনা স্বদেশের দুরবস্থা দেখে, ইঁহাদের হৃদয় করুণারসে অভিষিক্ত হচ্চে, ও নেত্র হতে অবিরল জলধারা নির্গত হচ্চে। (প্রকাশ্যে) কেন প্রিয়ে! তুমি কি শোনোনি, এখন অনেকেই এ সুরাপানে যত্নবান্‌ হয়েছেন, প্রায় প্রতি প্রদেশেই একটী একটী সভা সংস্থাপিত হয়েছে, সভাপতিদের যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই তবে কি না এ পর্য্যন্ত তাদৃশ ফল দর্শে নি। যা হৌক, এরূপ যত্ন কখনই নিষ্ফল হইবার নয়, জগদীশ্বর অবশ্যই সফল কর্‌বেন।

নটী। আহা, জগদীশ্বর তাই করুন।

(অঞ্চলে নেত্র মুছিয়া উর্দ্ধমুখী ও কৃতাঞ্জলি)

প্রসার করেছে মুখ সুরা বিষধরী,
যারে দংশে তারে ধ্বংসে আমরি আমরি!
ওহে নাথ! দয়াসিন্ধু দুর্ব্বলের বল,
এদের যতন ত্বরা করগো সফল।

সূত্র। বেশ্! এক্ষণে একটী গান কর দেখি, ঐ দেখ সভাগণ তোমার সংগীত শুনিতে সাতিশয় সমুৎসুক হয়েছেন।

[নটীর সংগীত,]

তাল ঠুংরি—রাগিণী বারোয়াঁ।
অথবা তাল আড়া রাগ বিহাগ।

সুরায় ডুবিল ভুবন।
ইহার প্রবাহ রোধে করগো যতন।

বিবিধ উদ্যম ভাগে। যেন পাত্র আদি
সভিবারে দেশে দেশে কতই ভ্রমিণু,
কিন্তু দুরদৃষ্ট হলে, কোথাও না মিলে
মোদ্দুর কপালেশ্বর লেখেনি কি বিধি ?

আমি বিজয়কে না হবে ত হাজার বার বলেছি, "বিজয়" এমন পণ করো না। দেশ কাল বুঝে কাজ করতে হয়। আজ কাল্ সুরাপান সভ্যতার প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে। কি আশ্চর্য্য! "সুরায় বিদ্বেষ আছে কি না," একথা জিজ্ঞাসিলে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে বেটা কি অসভ্য। বিজয়ের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, এমন ত বোধ হয় না, সৌদামিনী ক্রমেই বয়স্থা হয়ে আসছে। অধুনা বিশ্বাস রাখা আর ভাল দেখায় না. কাহকে দুই একটী সুরাবিদ্বেষী দেখতে পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা কেহবা অন্য জাতীয়, কেহবা কুলদার। ভাগ্যবানেরা অগ্রেই তাহাদিগকে অধিকার করেছেন কেনইবা না করবেন।

পদ্মরাগ পেলে কেবা খুঁটে মতি লয়,
বিষ বৃক্ষে মালতীরে কে বল যোজয়।
করি দন্তে পদ্মিনীরে কে করে স্থাপন
রাহু মুখে শশিকলা কে করে অর্পণ।

এই ত কুসুমপুর, গোকুল সিংহের বাড়ী কোন দিকে! কাকেও যে দেখতে পাইনে যে তারে জিজ্ঞাসা করি।

(দুই জন ইতর লোকের প্রবেশ।)

প্রথ উঃ! কি বলবোরে! দাদা ঠাউর এসে পড়লেন, নইলি মুনুন্দিরে এক বার দেখতুম, ওর মাতলামি বের করতুম।

দ্বিতী। তা মোরা কি পারিনে, ওনারাই যে খারাবি করে।

বিন। (নিকটে গিয়া)

অহে বাপু! তোমরা কি বলছো ?

প্রথ। মোশাই! তোমরাই জন্যি মোদের দ্যাশ ছাড়তি হলো।

দ্বিতী। ও মামু ওনারে কি কস্ ?

প্রথ! ওনারেই কি বয় যে ওটা কথার উকথা।

বিন। অহে বাপু কি বল দেখি ?

পথ। মোশাই কতকগুলো মাতালের স্বায় মোসার নাক তিলে ... উঠেছে, সুদর্শনিগার খানি মোগার মালাখানা ঘটে নিয়ে খর ... আর যো নি, বৌ ঝিরও ঘাটে মাঠে বেরোবের যো নি।

বিন। বটে! (স্বগত) তবেত উত্তম স্থানেই এসেছি, আহা! ...কার অব্যাহত গতি!! (প্রকাশে) অহে বাপু এই গ্রামের গোকুল ...ক্ষের বাড়ী চেনো ?

পথ। সে বাড়ী আর চিনিনে, মাতালের বাতান, ঝ্যাত মাতাল ...তি রাত্রি বসি গোট করে। কে কনে তাদের বদ্‌নাম করেছে, কে কনে তাদের বদ্‌কাম দেখে খিলি্য করেছে, কি সি তারের পেছের... কইবে, কিরূপে ছিট নিয়ে ঘোঁট করে। আপনি তানার বাড়ী ... আপুনার নিবেশ কনে কলকেতায় বুঝি ?

বিন। আছে বাপু কলিকাতার নিকটে।

উভয়ে। তা মোরা বুঝিছি (পরস্পর মুখাবলোকন)

বিন। অহে বাপু কি বুঝেছ বল দেখি ?

পথ। মোশাই তোমারে এক বাৎ কয়ে দেলাম, তুমিও এখন ...মনের মধ্যি বুঝে দেখ। ঝ্যাত ভদ্দর লোক কিরে করেছে, এরে কল কেতায় ছেলে পিলে পড়তে দেবে না।

বিন। (স্বগত) বড় মিথ্যা বলছে না (প্রকাশে) অহে বাপু ...খানে দোকান টোকানে আছে।

উভয়ে। এখানে তার অভাব নি, ঝ্যাত চাও, কেম দোকানে ... কেন? সিঙ্গী মোশায় বাড়ী যাও না, তানার ওতে বড়ি আমোদ।

বিন। (স্বগত) বা! এরা ত বেশ বুঝেছে!! (প্রকাশে) অহে বাপু আমি মদের দোকান খুঁজছি না, বলি এখানে মুদিখানার দোকান আছে ?

প্রথ। তা একখানা আছে, কেন ওখানে যাবা,
তবে ওনার বাড়ী খুঁজিলে কেন ?

বিন। সিংহ মহাশয়ের মধ্যম পুত্রের সহিত আমার আলাপ

ছিল, তাই মনে করেছিলাম বেলাটা অধিক হয়েছে, এবেলা ওখা... থাক তেম, তা এক্ষণে যেরূপ শুনেলাম, আর সেখানে যাইবার প্রয়ো... জন নাই।

প্রথ। মোশাই! তোমার মেজো ছাওলটি বড্ডি ভাল, তিনি আসলে মদ খায় না, তবে কি না বাপ, বেটায় বড় নসা লন্ তি মি!

বিন। (স্বগত) সেটী যে মদ খায় না তা আমার বেস নিশ্চয় আছে, যেহেতু প্রমথকৃষ্ণ নিশ্চয় না জেনে আর আমারে বলে নি কিন্তু ইহার পিতার দশা এই, ইঁহাকে কখনই সৌদামিনী প্রদান কর যেতে পারে না, (প্রকাশে) কহে বাপু যদি আমারে দোকানখানি দেখাইয়া দাও?

উভয়ে। এই যে এসো (সকলের পরিক্রমণ)।

উভয়ে। মোশাই মোরা চিন্তি পারিনি, মোগার উপর খাপ্পা হবেন না, এট্টু চলি চল বড্ডি ধুপ ফুটেছে।

বিন। তাইত রৌদ্রের কি তেজই হয়েছে। যেন অগ্নিবৃষ্টি করে পথে পাদক্ষেপ করা যায় না।

বিস্তারি রসনা দেখ ধুঁকিতে ধুঁকিতে,
ধাবিছে কুকুরগণ আতপতাপিত,
জলাশয় অভিমুখে। শূকর-নিকর
পল্বলে ঢালিয়া অঙ্গ লুঠিছে নিরত।
এবে দেখ করীবর সরোবর জলে
নিমগ্ন করিছে দেহ। ওদিকে পথিক
উর্দ্ধশ্বাসে পান্থ গৃহে যাইছে ত্বরিত।
শরীরের ছায়া দেখ কমিছে ক্রমশঃ,
হেন বোধ হয়, যেন ছায়াও সহিতে
নারিয়া আতপ তাপ, করি সঙ্কুচিত
শরীর, হতেছে লীন পান্থ পদতলে।

[নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি ও সকলের কর্ণপাত]

প্রথ। উাগ্ না ঐ হলো আল্লা!!

বিন। আহা! এইদুই প্রহরেকার সর্ব্বনাশ হলো।

প্রথম। মোশাই। ও আর করবার কথা না।

বিম। কি বল দেখি, শুনতে পাই না?

প্রথ। ও। আর বলতি কি, দেশে দেশে গেছে আর ছাপা দিয়া,

বিম। কি বল দেখি বাপু শুনি?

প্রথ। মোশাই স্থসেন ডাক্তার মদ খেয়ে বেঠিক হয়ে পঞ্চ ক্যাবিনেয়ার ছাওলটিকে কি আরক খেবিয়েছে, তাই খেয়ে ঐ ছাওলাটির আজ ডুদিন ধরে নাড়ী পচে পচে বেরুচ্চে, সেইটী ঐ মারা গেল। শুনছি যা গায় দিলি ফোস্কা হয়, তাই খেবিয়েছে, সিঙ্গী মশার মেজো দেওয়ান ডাক্তারের নামে নালিশ করবে বলেছে

বিম। আহা! মদ্যপায়ী ডাক্তারের এইরূপ অত্যাচারে একণে যে কত শত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্যে, তা বলা যায় না। এদের হস্তে আমরা দেহ প্রাণ সমর্পণ করি, এদের সর্ব্বতোভাবে সুরাপান পরিত্যাগ করা উচিত। বাপু চলে চল বেলা অধিক হয়েছে।

(সকলের নিস্ক্রমণ)

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

বিদ্যালয়

(চেয়ারে আসীন বিজয়মিত্রের প্রবেশ।

বিজ। সম্যক মধুময় সুখ না হয় বিদিত,
যদি না বিরহ হয় সময়ে সময়ে।
কভু কিগো ছায়াসুখ হয় অনুভব
চারুরূপে, যদি পান্থ না হয় তাপিত
প্রচণ্ড তপন তাপে। অথবা মানব,
পারে কি জানিতে কভু আলোর মহিমা
যদি না তিমিরে তার হয় দৃষ্টি রোধ।

সপ্তাহে এক দিন অনঙ্গ বাবুর সহবাসে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় অনুপম আনন্দ অনুভূত হয়, বোধ হয়, উঁহার চিরসহবাসে সেরূপ হইত না। উঁহার সহবাসে যে কিরূপ সুখভোগ হয়, তাহা উঁহার [illegible] বিলক্ষণ জানা যায়। আজি এখনও আস্‌চেন না কেন?

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ।)

অন। (স্বগত।)

বিজয়ের মুখচন্দ্র হেরিলে আমার,
সুখসিন্ধু উচ্ছলিত হয় অনিবার।
বিজয়ের সহবাসে বিপদে সম্পদ,
বিজয় বিরহে মম সম্পদে বিপদ।

(প্রকাশে)

বিজয়। গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌চো? আজি সকালে এসোনি কেন? তুমিত জান যে, তোমার সহবাস লাভই আমার বাটী আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজ। (উঠিয়া) আজি সকালে কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম।

[উভয়ের পরস্পর হস্তধারণ ও চেয়ারে উপবেশন।]

অন। বিজয়! আজি সকালে কিসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে? বোস্‌জা মহাশয়ের কোন চিটি পেয়েছ।

বিজ। অদ্য তাঁহার একখানি পত্র পেয়েছি, সেই পত্রের উত্তর দিতেই বেলা হয়ে উঠলো, এজন্য আসিতে পারি নি।

অন। সমাচার কি?

বিজ। কুসুমপুরের সে পাত্রটী মনোনীত হয় নি লিখিয়াছেন, তার পিতা অতিশয় মাতাল ও সমুদায় বিষয় নষ্ট কচ্চে।

অন। পান দোষ জন্মিলে কি আর বিষয় সম্পত্তি থাকে, ক্রমে সমুদায় সুরামুখে অহুত হয়। এসো এই রমণীয় সময়ে একটু বেড়ান যাউক।

(উভয়ের নির্গম।)

অন। বিজয়! এক বার পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ, পানদোষ কি ভয়ঙ্কর! বিপুলবলশালী অতি তেজস্বী মহাত্মারাও যদি পান

দোষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও ক্রমে বসুহীন ও পরিশেষে অধঃপতিত হইতে হয়, ঐ দেখ ভগবান্ ভাস্কর সমস্ত দিবস পদ্মজ মধুপান করেছেন, এক্ষণে একে বারে বসুবিহীন হয়ে অধঃপতিত হইলেন। আহা! ইহা লোক অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছে, তথাপি চৈতন্য হয় না!!

বিজ। তা হইলে কি আর একটী সৎপাত্রের জন্য এত লালায়িত হতে হতো?

অন। তাইত বিজয়! এ পাত্র কি মিলবে না? বড় বিপদেই পড়া গেল!

বিজ। সে কথায় কাজ কি, প্রতিজ্ঞা করে অতি গর্হিত কাজ করেছি, বোস জা মহাশয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে।

অন। তিনি এক্ষণে কোথায়?

বিজ। তিনি এক্ষণে বসন্তপুরে গিয়াছেন।

অন। এক্ষণে একটী পাত্র পেলে বাঁচা যায়। বিজয়! কাল বালিকাদের পরীক্ষা নিয়ে ছিলে, তারা কেমন পরীক্ষা দিলে?

বিজ। সকলেই উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। তবে কি না এক্ষণে বালিকার সংখ্যা অতি অল্প।

অন। তাইত সৌদামিনী, করুণা, সুমতী, মালতী স্কুল ছেড়ে অবধি আর ইহার তাদৃশী উন্নতি হলো না।

বিজ। আপনার ত আর যত্নের ত্রুটি নাই, যা উপার্জ্জন করেন, প্রায় তৎসমুদায়ই ডিস্পেনসরি ও বিদ্যালয়ে খরচ হচ্চে, যে বালিকা স্কুলে প্রবিষ্ট হচ্চে, তাকে মাসিক পাঁচ টাকা করে দিবেন, তার যখন যে পুস্তকের প্রয়োজন হচ্চে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হচ্চে, কাহারও কোন বিষয়ে অসদ্গতি-নিবন্ধন কোন ক্লেশ দেখলেই, অমনি তাহা নিবারণ কচ্চেন, তথাপি লোক কন্যাদি স্কুলে দেবেনা, কি করা যায়! আহা! যদি আপনার মত আর দুই একটী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, না জানি, তাহা হইলে এদেশের কাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হয়!

অন। বিজয়! এই কি ভাই তাদৃশ পরম বন্ধুর উপযুক্ত কাজ,

হচ্চো ? আমার যে যে দোষ আছে, তাহাই দর্শান তোমার উচিত।

সেই নর ভাগ্যধর যার দোষ চয়,
দর্শায় পরম বন্ধু সম্মুখে নিয়ত
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ; বন্ধুকৃত তিরস্কার,
চরিত্র-বিশদ করে ; যেমতি নির্ম্মলী
নির্ম্মল করয়ে জল অতি কলুষিত !

বিজ। কোন দোষ দেখ্‌তে না পেলে, কি করে দর্শাই।

অম। বিজয় ! মিত্ররূপী শত্রুরাই এইরূপ করিয়া থাকে, তোমার অদ্যাপি বুদ্ধির পরিপাক জন্মে নি, কি বল্যে, আমার দোষ দেখ্‌তে পাও না ? (হাস্য)

বিজ। (লজ্জিত ভাবে স্বগত) আহা বিদ্যার ক্রোড়ে বিনয় ও শ্রীর ক্রোড়ে দয়ার কি চমৎকার শোভা হয় !!

(প্রকাশে) শরৎ বাবুকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন ?

অম। এই ভাই আমিই তোমাকে হাতে হাতে আমার একটী দোষ দেখিয়ে দি। অদ্য তাদের বাড়ী গিয়ে ছিলেম, কিন্তু ভাই তারে দেখেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তাকে বরাবর বলে আস্‌ছি, শরৎ ! তোমার এ পীড়া পান-দোষ হতে উৎপন্ন হয়েছে, সুতরাং উহাতে ক্ষান্ত না হলে, তুমি হাজার ঔষধ-সেবন কর, কিছুতেই কিছু হবে না, দেখ সে দিন তোমার ভ্রাতা হেমন্ত এই রোগে মারা গিয়াছে, কিন্তু ভাই সে কিছুতেই শুন্‌বে না। আজ্‌ গিয়ে দেখি টং হয়ে বসে আছে, পান করেছ কেন, জিজ্ঞাসাতে উত্তর করিল "পান কর্‌লেই থাকি ভাল" একথা শুনে আমি আর কিছু ঔষধ দিলেম্‌ না, অমনি চলে এলেম্‌।

বিজ। এ আর দোষ কি, টাকার ঔষধ অনর্থক নষ্ট না কর্‌লেই কি দোষ হয় ?

অম। না হে উটী আমার দোষ হয়েছে, মনে কর, শরৎকে পান দোষে ক্ষান্ত ও রোগ হতে মুক্ত কর্‌তে পাল্যে, ওহতে দেশের কত উপকার হতে পারে, ওর চরিত্র সংশোধন করা আমাদের সর্ব্বপ্র যত্নে বিধেয়, যা হোক, শরৎ ও বলরাম জ্যেঠার জন্যে আমরা বিশেষ

মনস্তাপ পাচ্চি, এ দুজন হতে দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধির অনেক প্রত্যাশা ছিল।

বিজ। যা বল্যেন্ বলরাম জেঠার জন্য মধুসূদন খুড়া মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হয়ে পড়েছেন।

অন। বিজয়! বলি মন্মথ দাদা কি চরিত্রই সংশোধন করেছেন!!

বিজ। মিথ্যা নয়, এমন কেউ কখন পারে নি।

(নেপথ্যে)

এক পারাবত দেখ শ্যেন পক্ষী শত,
ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি ধাবিছে নিয়ত।
আকাশ আবৃত্তি শূন্য, কোথা পলাইবে,
হরি হরি বিধি বিনা কে তারে রক্ষিবে!!

অন। ও কে আক্ষেপ কর্‌ল্যে?

(নেপথ্যাভিমুখে)

বিজ। আপনি কে; ভিতরে আসুন্!

(কমলা কান্তের প্রবেশ)

কম। মাজেষ্টর মহাশয়! আপনি ধর্ম্ম অবতার, আমার রক্ষা করুন্!

রোগমুক্ত ক্ষীণবল, যেমতি সুপথ্য
আশ্রয় করয়ে নর; যেমতি সলিল
সুশীতল অন্বেষণ করে তৃষাতুর;
যেমতি খোঁজয়ে পান্থ ছায়া মহাতরু,
যবে সে তাপিত হয় প্রচণ্ড আতপে;
তেমতি মাতালবৃন্দে হয়ে উপক্রত,
তোমার শরণাগত হলো এই জন।
ইহারে রক্ষিতে নাথ! হইবে তোমারে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ করি আত্মঘাত।

(ক্রন্দন)

অন। (সাবেগে) মহাশয়! আসুন্ বসুন্ সে!

(সকলের বিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন)

অন। মহাশয়! কি হয়েছে বলুন দেখি?

কম। অগ্রে বলুন যে আমায় রক্ষা কর্‌বেন।

বিজ। মহাশয়! কাহাকেও কি প্রতিজ্ঞা করাতে আছে, ইনি ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, সুতরাং আপনকার উৎপীড়ন অবশ্যই নিবারণ কর্‌বেন।

কম। মহাশয়! শ্রবণ করুন, আমার একটী বালিকা বিধবা কন্যা আছে, সেটী পরম সুন্দরী, কয়েকটী দুর্ম্মদ মদ্যপায়ী তার প্রতি অত্যাচারের উপক্রম করাতে, আমার পুত্র যৌবন সুলভ ক্রোধাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হয়ে, তাহাদিগকে কিছু কটূ কাটব্য বলেছিলেন, তাহাতে তাহারা দ্বিগুণতর উৎপীড়ন আরম্ভ করেছে, আমার বাটীর সম্মুখে একটা বৈটকখানা প্রস্তুত করে, সুরাপানে মত্ত হয়ে অহোরাত্র তথায় অশ্লীল ব্যবহার করিতেছে, আমি আর কোন ক্রমেই সেখানে তিষ্ঠুতে পারি না।

অন। হাঁ হাঁ, এই বিষয়ে না আপন্‌কার পুত্র অভিযোগ করেন?

কম। হাঁ মহাশয়?

অন। মহাশয়! জমাদার রিপোর্ট কর্‌চ্যে যে, আদৌ তথায় বৈটক খানা নাই।

কম। মহাশয়! জমাদার উৎকোচ গ্রহণ করে একেবারে পুকুর চুরি করে এসেছে!

বিজ। মহাশয়! পুকুর চুরি কেমন?

কম। যদি জমাদার এমন রিপোর্ট করে থাকে যে, আদৌ তথায় বৈটকখানা নাই, তবে কি সে একটা পুকুর চুরি করে আন্‌তে পারে না!

বিজ। তাই বটে (হাস্য)

অন। মহাশয়! আপনি বৈটকখানা দেখাতে পার্‌বেন?

কম। আজ্ঞে হাঁ।

অন। (সক্রোধে) এই সব কর্ম্মচারীর প্রতি বিশ্বাস করে আমাদিগকে বিচার কর্ত্তে হয়, না জানি আমাদের এই রূপ

বিচারে কত লোকের সর্বনাশ হচ্চে। আঃ পাপ! দুরাত্মন্ উৎকোচভুক! কাল এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি ভোগ কর্বি। মহাশয়! চলুন আমি স্বয়ং তথায় যাইব।

কম। বাবা! চিরজীবি হও (স্বগত) আহা যেমন্ শুনে ছিলেম!

(নেপথ্যে কল কল ধ্বনি)

কম। মহাশয়! ও কি?

(অনঙ্গের অধোমুখে অবস্থান)

বিজ। মহাশয়! প্রেতি রবিবারেই ইনি দীন, দরিদ্র, অনাথ-দিগকে কিছু কিছু দান করে থাকেন, তাই তারা দান লইয়া যাচ্চে।

কম। বটে, বড় ভাল! (স্বগত) আহা! বাবুজি যেন সাক্ষাৎ মুর্ত্তিমান্ বিনয়!

অন। মহাশয়! চলুন, বিজয়! তুমিও এসো; বড় অধিক দূর নয়।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

প্রথমাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুষ্পপুর)

(মধুসূদন সিংহের খিড়কির বাগান)

(সজলনয়নে করুণাময় প্রবেশ)

কক। হায়! আমি কোথায় যাবো, আর যে সয়না, সুরা সংসারে ঢুকে সুখ ছার খার কর্লে। ভাল যখন সমুদ্র মথন হয়, তখন ত কেবল সুরা আর বিষ উঠেনি, সুধাও ত উঠেছিল, আচ্চা! তার গুণ কি সুরায় কিছু বর্ত্তেনি গা, কেবল বিষের দোষ-গুলিই এতে সংক্রমিত হয়েছে!!

সুরাসুর মিলি সুধা-[illegible] মথিল,
সুধা, সুরা, কালকুট তা হতে উঠিল।
কিন্তু প্রথমের গুণ কিছু না বর্ত্তিল,
কেবল শেষের দোষ এতে সংক্রমিল।

না। দেবগণ কি স্বার্থপর! যা সারের সার তা আপনারা নিলেন; হত ভাগ্য নরলোকের ভাগে পড়লো কি না কালকুট ভরা সুরা।

লইলেন কল্পতরু কমলা অব্যাজে,
লভেন অভীষ্ট ফল তাদের প্রসাদে।
হইলেন সুধাপানে অজর অমর,
কেবল পাইল সুরা হতভাগ্য নর।
অকালিক জরা মৃত্যু বিবিধ বিকার,
এঁর গুণে এরা আসি গ্রাসিল সংসার।

আহা! বাবা ও বিজয় দাদা আজ সে জ্যেঠারে কত বল্লেন, তা শুনলে মরা মানুষেরও রাগ হয়, কিন্তু "কে কারে বলো কার ঘাড়ে কে বাঁশ কাটে" কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, কেবল ঘাড় হেঁট করো বিজ্ বিজ্ করে কি বক্‌তে লাগলেন। দেখে রাগও হয় দুঃখও ধরে, হে জগদীশ্বর! জ্যেঠারে সুমতি দাও।

(সুমতীর প্রবেশ)

সুম। কি লো! মধুকরীর মত বাগানে কি গুণ্ গুণ কচ্ছিস্? ওকি! করুণা! তুমি কাঁদছো না কি? এই যে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়েছ, তোর ত বোন নিত্যিই ও পরব, তোর জ্বালায় হাড়-জর জর হলো, কেন আজ আবার নতুন কি হলো?

বল লো করুণা অতি শীঘ্র করে
কি হলো কি হলো বলরে বলরে।
নই আমি কি তোর দুঃখে দুখী,
বলনা খুলিয়ে অয়ি চন্দ্রমুখি!
সমদুঃখ সুখী সখি বন্ধু হতে,
বলনা বলনে! প্রিয় কে জগতে।

দুঃখভার লবো সম অংশ করি,
কহনা করুণে! করুণা বিতরি।

করু। সখি! তোমায় আর কি বল্‌বো, এ পাপ সংসারে আর এক দণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছে নেই, মরণটা হলেই বাঁচি।

সুম। ও কিলা করুণা! অমন্ কথা বলিসনে, যদি সুরার উপদ্রবে মর্‌তে হয়, তবে আজ্ কাল ভাই অনেককেই মর্‌তে হয়!

বারুণী করিণী প্রায় প্রবেশি ধরায়,
উপদ্রোহ করিতেছে পায় পায় পায়।
কেমন কুহক জানে পাপিনী ডাকিনী,
মোহিত করিছে বিশ্ব ভুলিয়া রাগিণী।
কুরূপী উহার মত কে আছে ধরায়,
তথাপি হতেছে লোক আসক্ত উহায়।
স্বর্ণ জিনি বর্ণ কালী উহার পরশে,
রত্ন রাজি হয় কাচ সিঁধিলে ওরসে।
চীবর পরায় তারে আনে যারে বশে,
অপদার্থ করে ফেলে দিবসে দিবসে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ঘূর্ণিত নয়ন,
খানায় ডোবায় সদা করায় শয়ন।
গদ্ গদ স্বরে তারে বকায় প্রলাপ,
দেখিয়া দর্শকগণ করয়ে বিলাপ।

ভাই এই সব বারুণীর-বিলাস; এখন এসব প্রায় ঘরে ঘরেই হচ্ছে।

করু। তা সত্যি বটে, কিন্তু ভাই আর যে সইতে পারিনে, আজ্‌কে জেঠার রকম সকম দেখে “হরিভক্তি উড়ে গিয়েছে” তাই আমরাই মরবো, পরে মবে কেন?

সুম। তা সত্যিই ত, কেন তিনি পরের কি করেছেন?

করু। বোধ করি তুই তাকে দেখে থাকবি।

সুম। কাকে লো।

কক্ক। ঐ সেকরাদের প্রসন্নটাকে

সুম। তাকে আর আমি দেখিনি, আহা! দিব্যি মেয়েটী. তার নীচ কুলে জন্ম বটে, কিন্তু ভাই তার বড় রূপ হয়েছে, সেটী যেন ভাই ছাই গাদায় পদ্ম ফুল! না জানি বড় হলে তার কি রূপ হবে, কেন তার কি হয়েছে?

কক্ক। ভাই সেই মেয়েটী আজ গয়না পরে তাদের সুমুক দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, উনি করেছেন কি! তারে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ীর বাহির করেছেন।

সুম। মাইরি!

কক্ক। শোন না, তার পর ভাই তারে একটা ঝোপের ভিতর নিয়ে গিয়েছেন, এখন ধর্ম্মের কল সেখানে রয়ালের হাক মাঠে গিয়েছে, সে চেঁচা চেঁচি করাতে, উনি তাড়া তাড়ি তার এক গাছা বালা নিয়ে যেমন পালাবেন অম্‌নি চারিদিক থেকে লোক এসে ওঁয়ে ধরে ফেল্যে। ভাই মার্‌টে যে মেরেছে, তা আর কি বল্‌বো, থানায় দিচ্ছিলো, বিজয় দাদা গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। (রোদন)

সুম। আবার কাঁদ্দে লাগ্‌লি (স্বগত) আহা! করুণার ও এক শ্রীই স্বতন্তর, যে অবস্থায় থাকুক্ ওরে কেমন এক রকম দেখায়, ঐ দেখ না কাঁদ্‌ছে, তবু কেমন একটী ওর শ্রী হয়েছে। যখন চক্ষু দুটী অশ্রুতে পূর্ণ হচ্চে, তখন বোধ হচ্চে যেন দুটী পদ্মের পাপ্‌ড়ি তুষার জলে পুরিত হয়ে রয়েছে। আবার যখন বাষ্প-বিন্দুগুলি ঝর্ ঝর্ করে নির্গত হচ্চে, তখন বোধ হচ্চে যেন শুক্তি-কোষ হতে মুক্তগুলি একে একে বহির্গত হচ্চে। করতলে মুখখানি রেখে ঘুন্ ঘুন্ করে কাঁদ্‌চে, বোধ হচ্চে যেন, কে পূর্ণ শশীরে [illegible] কমলে বসিয়েছে ও মধুকরেরা গুণ্ গুণ্ স্বরে গান কর্‌চে (প্রকাশে) সখি! কেঁদোনা।

কেঁদোনা কেঁদোনা আর কেঁদোনা লো সই,
কেমনে তোমার দুঃখ বল আমি সই॥

তেমতি তোমার দুঃখে মম দুখোদয়,
ক্ষান্ত হও অতঃপর কহিয়ে সদয় ।

(নেপথ্যে) ঐ নিয়ে গেল ! অ ছোট বৌ ! অ করুণা ! আহা ! সে দিন গড়িয়ে দিয়েছে বাছা এখনও দুমাস গায় দেয়নি ওমা বাছার গাল দিয়ে যে রক্ত পড়্‌ছে, হাঁপাচ্চে, বুঝি গলে কাপড় পুরে দিয়ে ছিল ! আ মরে যাই এমন আদেষ্টও করে ছিলেম ।

করু । সুম ! ঐ শোন ! বলিস ভাই এ কি সামান্যি পোড়া পাচ্চে ?

নিত্যি এই দায়, সহনে না যায়, কি করি বলনা সই,
না দেখি উপায়, মরি হায় হায়, মরমে মরিয়া রই,
তুমিত সুমতি, বলনা সুকতি, কেমনে পাই গো ত্রাণ,
দড়ি দিব গলে, অথবা অনলে, প্রবেশি ত্যজিব প্রাণ ।

সুম । তাইত ভাই এত বড় জ্বালাই হয়েছে ।

করু । বল দেখি ভাই এতে কি আর প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছে করে ?

সুম । করেনাত আর কি হয় ? "ঘরে পরে চুরি তাই প্রাণ ধরি," একলা তোমার হলো ত বলতে পারতে । বল্‌তে কি ভাই, আর এ সব দেখে তত দুঃখ হয় না, দেখে শুনে হদ্দ হয়েছি ।

(পুত্র ক্রোড়ে রোদন করিতে করিতে রেবতীর প্রবেশ)

রেব । (স্বগত)

ইহকাল গেছে, এবে পরকাল যায়,
স্বামীতে অভক্তি মোর ক্রমেই হতেছে,
স্বামীর সেবায় নারী পরিত্রাণ পায়,
যতেক পাতক হতে, যাহা সে করেছে ।
পতি হতে পায় ভার্য্যা আনন্দ অপার,
অভাগির ভাগ্যদোষে সব বিপর্য্যয় ;
পতি হতে উথলিছে দুঃখ পারাবার,
অবলার প্রাণে আর বল কত সয় ।

আহা! আমার এই জন্যেই সব হলো. রাজরাণীও হলেম, আবার হাটের কুকুরীও হলেম। লোকে বলে "মেগে খায় হাটের কুকুর." হায়! আগে কোন মেয়ে নমস্কার করলে৷ "রেবতীর মত কপাল হোক," বলে তারে আশীর্ব্বাদ করত। এখন গালি দিবার সময় আমার নাম করে৷ বলে "যেন রেবতীর মত তোর অমন্ত অবস্থা হয়,"। হায়! যে আমি লোকেরে অখিল পুরে দিয়েছি, যে আমি পরের ছেলে ঘরে রেখে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, সেই আমি এখন করুণার করুণা ভাজন হয়ে রয়েছি! মেয়েটি বড় ভাল. ঠাকুরপোর ঐ মেয়েটি শুভক্ষণে জন্মে ছিল; ও ছিল তাই লোকের ভাত খেয়ে রয়েছি, নইলে এতদিন কাঙ্গাল অবস্থা হতে!

(পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া)

আহা! এই চাদমুখে কেমন করে কাপড় পুরে দিলে গা? ওর সে সব অপত্য স্নেহ কোথায় গেল; সব কি মদে ধুয়ে গিয়েছে! এত যে দুঃখ তবুত মরতে ইচ্ছে করে না, খোকার মুখ দেখলে সব দুঃখ ভুলে যাই। যেমন, লোটা লোটা পা দুখানি, যেমন চ্যাটাল কোঁমর, করুণা তেমনি মোটামল ও চ্যাটাল পাটা গড়িয়ে দিয়েছিল। তা থাকবে কেন? (প্রকাশ্যে) করুণা! এখানে কি কচো? গড়িয়ে দিয়ে ছিলে আজ তা নিয়ে গেল, আমি তখনি বারণ করেছিলাম, গড়িয়ে দিও না ও থাকবে না।

করু। কোথায় গিয়েছিলে, তুমি কি ঘরে ছিলে না?

রেব। সংসারের কি আর কোন কর্ম্ম নেই, রাত্রি দিন কেমন করে৷ চৌকি দি বল। এই ক্ষীর খাব খেয়ে এলো; এখন দুদণ্ড হয়নি এর মধ্যে এমন করবে তা কেমন করে জানবো! সেইত ঠাকুরপো বিজয় বকে বকে চলে গেল, আর তুই কাঁদে কাঁদে এই দিকে এলি। মিনসে করলে৷ কি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠলো, খোকারে কোলে নিয়ে কাঁদে লাগলো; আমি বলি বুঝি এই বার ভাল হবে, অমা ওযে ডাইনের মায়া তা কেমন করে৷ টের পাবো। আমি আবাগি খোকার জন্যে একটু দুধ আনতে যে মাত্র রান্না

পরে গিয়েছি এই তর্কে করেছে কি না বাছারে কেলে গালে কাপড় পুরে মলদুগাছা আর পুটা ছড়াটা নিয়েই দৌড়েছে, কি বল্‌বো ধরতে পাল্যেম না।

সুম। অবাক্! কোথায় লোকে গয়না দিয়ে স্ত্রী পুত্রকে সা-জায়!

কব। সে কথায় আর কাজ কি?

সুম। জ্যেঠাই মা! নংটি যে পরোনি? ওমা নাকটি যে কেটে গেয়েছে!

রেব। নত্তের এমনি ভার!

কব। ওকি আর বল্‌বের কথা তুই যেন ভাই নেকি, দেখছিসনে যার দুদের ছেলের গালে কাপড় পুরে দিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে গেয়েছে—

সুম। আহা: জ্যেঠাইমার সে শ্রীচাঁদ আর কিছুই নেই।

রেব। তোমার জ্যেঠাইমা পতিব্রতা, পতি যেমন বেশে যেমন অবস্থায় থাকেন পতিব্রতারাও সেই বেশে ও সেই অবস্থায় থাকে, তোমার জ্যেঠা যেমন্ এক খানি পোড়াকাট হয়েছে তোমার জ্যেঠাইমাও তেমনি এক খানি পোড়া—(হাস্য ও রোদন)

সুম। সত্যিই বটে সেই এক দিন আর এই এক দিন, সেই এক রূপ আর এই একরূপ!

ধন্য ধন্য মুক্তা তোরে বলিহারি যাই,
যার ঘরে যাও তুমি তার রক্ষা নাই,
যাহার শরীরে তুমি করহ প্রবেশ
কেবল তাহারি হয় কাঙ্গালির বেশ?
দুর্ভ দারা কন্যা আদি যেবা আছে তার
সবার মলিন বেশ, দুঃখ হয় সার,
আহা মরি জ্যেঠাইয়ের কি বেশ হয়েছে।
অপরূপ রূপ তার সকলি গিয়েছে।
দিন দিন চন্দ্রানন মলিন হতেছে,
সোণার বরণে যেন কালী ঢেলে দেছে,

যে কেশ আছিল কাল মেঘের বরণ
কটাবর্ণ জটা তাহা হয়েছে এখন,
যে অঙ্গ ভূষিত ছিল বিবিধ ভূষায়,
কিছু নাই এবে তায় হায় হায় হায়,
নাশিলি লতার শোভা করি পুষ্প চয়,
ওরে ওরে স্মর তুই বিষম নির্দ্দয়।
কেবল অনল জিনি বহিছে নিশ্বাস,
অন্তরের চিন্তানল করিছে প্রকাশ।
যাহার অন্তর, সখি যাহার অন্তর
প্রজ্জ্বলিত দুঃখানল দহে নিরন্তর,
বেঁচে থাকে সেই ক্রমে হয়ে মৃতপ্রায়।
শরীরের কান্তি তার কোথা চলে যায়।

সুমতি তুই দেখিস্, জ্যেঠাই আর বিস্তর দিন বাঁচবে না, তুই এক মাসের মধ্যেই- -(রোদন)

রেব। কেঁদোনা মা, ভয় কি! তোমার জ্যেঠাই মরবে না, এ ননীর শরীর নয় যে গলে যাবে, এ পাষাণে গড়া, বড় শক্ত, বড় কঠিন!

(নেপথ্যে সংগীত, তাল আড়খেম্টা)

"কালী চাও নয়নের কোণে।
মদমাংস বিনা জিহ্বা ভিতর পানে টানে।
মা যদি হও গুণনিধি, এনে দাও মা মদের নদী,
শুঁড়ী শালার সোখামুখী আর তো সয় না প্রাণে।"

বাবা! সে দিন তোমার মেয়ের সাড়ীটা ছিঁড়ে নক্তা এনে দিয়েছি। আহা! ডর্ ডর্ করে লো পড়ে বাছার গাটা ভিজে গেল! আজি বাবা তোমায় খোকার মদ পাঠা এনে দিবেম্, তবু বাবা তুমি পেট ভরে খেতে দেবেনা! তুই বেটা বড় ভাল মানুষের ছেলে হদিস্ তবে আমায় হাঁস কাদিয়ে তোর মদের ভিতরে ছেড়ে দিতিস্।

(সকলের কর্ণপাত)

রেব। ঐ শোন্!

কক। আর শুন্‌তে পারি না?

কক। আহা! একি সামান্য দুঃখ! ইনি পূর্ব্বে কেমন সুমধুর স্বরে বক্তৃতা করতেন্, শুনে শ্রোতার মনমোহিত হতো; এখন কি না পথে ঘাটে যা মুখে আস্‌চে তাই বক্‌চেন্!!

রেব। আমি আর বামন বৌ শারদা, যেমন জ্বলছি এমন আর কেউ জ্বল্‌বে না;

সুম। জ্যেঠাইমা আজ্ কাল্ অনেকেই জ্বল্‌ছে।

রেব। করুণা! খোকারে তোমাকে দিলেম, আজ্ যা হয় একটা কর্‌বো, আর আমি সইতে পারি না।

সুম। আহা!

পদ্মিনী ধরিতে পারে ভ্রমরের ভার,
হস্তিপদ ভার ধরে সাধ্য কিবা তার।

কক। (সাবেগে)

ওকথা বলনা মাগো ওকথা বলনা,
আত্মঘাতী সহ্য করে অনন্ত যাতনা। (রোদন)

রেব।

দুঃখ অন্তে সুখভোগ সুমধুর হয়,
যেমতি অমার পর শশীর উদয়,
সুখভোগী জন দুঃখভোগ যদি করে
স্বর্গ হারাইয়ে পশে নরক ভিতরে।

করুণা! কেঁদনা বাড়ী এসো, মরেইত আছি আবার নতুন মর্‌বো কি? বাড়ী এসো।

কক। সুমতি! আজি ভাই সৌদামিনীদের বাড়ী যাওয়া হবে না।

সুম। তা আর কেমন্ করে হবে থাক্ কা'ল্ যাওয়া যাবে।

(সকলের প্রস্থান)

(প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(অনঙ্গ মোহনের পুস্তকালয় বিজয়মিত্রের প্রবেশ)

বিজ। আহা! কেবল সাধারণের উপকারার্থেই অনঙ্গ বাবু জন্ম পরিগ্রহ করেছেন্।

তোমার যে কত গুণ, ওহে সহকার,
তরুবর! কেবা তাহা বর্ণিবারে পারে?
বিতরিয়া অকাতরে ছায়া সুশীতল,
তোষ পরিশ্রান্ত পান্থে; তোমার আশ্রয়ে
বিহরে বিহঙ্গ চয়; কেবা তৃপ্ত পেয়ে,
সুধাময় ফল তব, নয়ন-রঞ্জন?

আহা! অনঙ্গ বাবু এই পুস্তকালয়টি স্থাপিত করে। আমাদের কি সুবিধাই করেছেন্?

তোমারে ধরিয়া ক্রোড়ে মাতা বসুন্ধরা
হয়েছেন সুখী অতি। অতি নিরমল
তোমার চরিত্র সখে, এ ভব মণ্ডলে
উপমার স্থল সেই গুণের আকর
তোমার চরিত্র আমি কায়-বাক্য-মনে
অনুসার করিবো হে ধরণী-ভূষণ!

"সুরাপানের ফল" নামক পুস্তক খানি কোথায়! (অন্বেষণ) এই যে (গ্রহণ ও পাঠ) "সুরাপানের ফল,,

(অনঙ্গমোহনের প্রবেশ)

অন। বিজয়! ওকি বই পড়্ছো!

(সম্ভ্রমে)

বিজ। অনঙ্গ বাবু, আসুন্ আসুন্, উ!!

আমি এমনি অন্যমনা হয়ে পড়্‌ছিলেম যে আপনি কখন এসেছেন্ কিছুই জান্‌তে পারিনি!! আমি এই "সুরাপানের ফল" নামক পুস্তক পড়্‌ছি।

অন। সুরাপানের কি ফল?

বিজ। (পুস্তক রাখিয়া স্বগত) ইহার এপ্রশ্নের মর্ম্ম কি? আরো এক দিন এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন্; আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্যি না।

অন। বিজয়! কোন কথা বল্‌ছো না যে! বলি সুরাপানের কি ফল?

বিজ। আপনি কি না জানেন্?

অন। তবু!

বিজ। সুরাপান অতি ভয়ঙ্কর। সুরা ধর্ম্ম রূপ পূর্ণ শশীর সর্ব্বগ্রাসে রাহুর জিহ্বা স্বরূপ, প..পরূপ বিষবৃক্ষের প্রতিপালনে জল ধারা স্বরূপ, মনোরূপ হরিণের প্রলোভনে ব্যাধের গীতি স্বরূপ, দুষ্কর্ম্ম রূপলৌহের আকর্ষণে চুম্বক শলাকা স্বরূপ, লজ্জারূপ শৃঙ্খলার ছেদনে অসিলতাস্বরূপ, ধৈর্য্যতরুর উৎপাদনে প্রচণ্ড বাত্যাস্বরূপ, জ্ঞান সূর্য্যের আবরণে মেঘমালাস্বরূপ।

সুরা বিবিধ রোগের প্রসূতি, অবিনয়ের বাসভূমি, দরিদ্রতার চির সহচরী, মানহানি গৌরবহানি ও অকাল মৃত্যুর আবাহনী, বিপৎ সাগরের উৎস, অর্থ সঞ্চয়ের সংঘাতিক প্রতিবন্ধক, ও স্বজনের সন্তাপনলের সমীরণ।

অন। বিজয়! এ সব ত অতিপানের ফল। আমি বোধ করি অল্পপানে সুখবৃদ্ধি ও অসুখের হ্রাস হয় বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অল্পপান না কর্‌লে শরীর সুস্থ থাকে না। তুমি কি বল!

বিজ। (স্বগত) আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্যি না। (প্রকাশে) যে সুখ প্রত্যাশায় অল্প পরিমাণে সুরাপান করে, সে অমৃত ভ্রমে হলাহল পান করে; যে অসুখ নিবারণার্থে অল্প পরিমাণে সুরাপান করে, সে জলভ্রমে অগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ করে; যে

শীতকালে শরীর উষ্ণ রাখিবার জন্য অল্প পরিমাণে সুরাপান করে সে উষ্ণজলভ্রমে তুষার রাশি গাত্রে নিক্ষেপ করে ; যে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য অল্প পরিমাণে সুরাপান করে, সে শীতল সলিল পূর্ণ জলাশয়ভ্রমে উত্তপ্ত গন্ধক খনিতে আত্ম-সমর্পণ করে।

অন। না কে অল্প পরিমাণে সুরাপান মানসিক যাতনা নিবারণের এক মাত্র উপায়। সুরায় অসন্তুষ্টের সন্তোষ, নিরুৎসাহের উৎসাহ, ও দুর্ব্বলের বলাধান করে!

বিজ। নিবারিতে মনোদুঃখ যেই নরাধম
অল্পমানে সুরাপান করে প্রতিদিন ;
সেইরে স্ফুলিঙ্গ ভয়ে প্রচণ্ড দহনে
স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে ; অথবা ভীষণ
কালসর্প মুখে ধায় বিছের তরাসে।

অন। আচ্ছা এক্ষণে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে সুতরাং আমাকে এখন যেতে হলো পরে এ বিষয়ে বিচার হবে! (প্রস্থান)

বিজ। একি! যে ব্যক্তি সুরার নামে জ্বলে উঠ্‌ত সে কেন সুরার এত প্রশংসা করে। এই মাত্র পুস্তকে দেখ্‌লাম যে ব্যক্তি বলে সুরাপানে বলাধান হয় নিশ্চয় জানিবে তার মন ও শরীর সুরাপানে দুর্ব্বল হয়েছে।

হা জগদীশ! এমন মহাতরুও কি দাবানলে দগ্ধ হবে! আমারত বিশ্বাস হয় না : যা হউক বিশেষ অনুসন্ধান কর্‌তে হইল।

(চিন্তিত ভাবে নিষ্ক্রামণ।)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পুষ্পপুর)

অনঙ্গ বাবুর উদ্যানের বৈটক খানা, পর্য্যঙ্কে শয়ান,
অনঙ্গ বাবুর ও জানলার অন্তরালে বিজয়ের প্রবেশ।

বিজ। (স্বগত) হায়! কুসংসর্গ কি ভয়ঙ্কর?

[illegible]

আমি অনঙ্গবাবুকে না হবে ত একবার বলেছি যে ললিত [illegible] তকে বাড়ীতে রেখে কাষ নাই, যেহেতু ওরা সুরাপান করে [illegible] গুণের অপেক্ষা দোষের সংক্রামিকা শক্তি সমধিক বলবতী। [illegible] কিছুই শুনলেন না, বল্লেন "ওরা লেখাপড়া শিখেছে, যদি [illegible] দের চরিত্র সংশোধন করতে পারা যায়, তবে উঁহারা জগতের কত উপকার করতে পারবে"। তাদের চরিত্রের ত বিলক্ষণ [illegible] শোধন হলো এক্ষণে কি না আপনিই তাদের কুহকে পড়ে গে- লেন!

গোরস ধবলীতলে অমৃত স্বরূপ,
গোমূত্র সংযোগে হয় বিরস বিরূপ।

আহা! এমন সংসর্গ আমাকে পরিত্যাগ করতে হলো। [illegible] সঙ্গদোষে উঁহাতেই ব্যতিক্রম ঘটেছে, তখন আমি আর কোথায় আছি।

(জানালা দিয়া অবলোকন করিয়া সবিষাদে)

পদ্মরাগ! তব প্রভা, করে বিতরিত,
কত শত ঝুটামণি করিত রঞ্জিত।
কেনহে সুরার যোগে করহ ধারণ,
তপ্ত-লৌহ-পিণ্ড-ভাব, একি বিড়ম্বন!!

আহা! যিনি প্রভাত না হতে হতেই উঠতেন তিনি কিনা এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাচ্চেন" তবলতর নিশ্বাস সহকারে [illegible] দুর্গন্ধ, নির্গত হচ্চে!

আহা (কাগজটি লইয়া অনুতাপে)

বোতলের আবরণ সহ উদঘাটিল
হয় রে নরক দ্বার, ঢালিলে পাত্রেতে
[illegible]বিনাশিনী সুরা, অমনি তরাসে
ছুটে যায় গুণযত, যথা মৃগ দল,
[illegible] দাবানল, যার উর্দ্ধশ্বাসে।
হৃদয়ের [illegible] [illegible]-উদ্ধারণ,

বিষমাখা শূল যেন প্রবেশে শ্রবণে,
যবে মন মত্ত হয় মদের প্রভাবে ।

হায় ! বিজয়কে কাল কিনা বলেছি, আমার বেশ স্মরণ হচ্চে বিজয় যতক্ষণ এখানে বসেছিল ততক্ষণ তার নয়নজলে বক্ষ ভেসে গেছে । সে যতই হিতবাক্য প্রয়োগ করেছে আমি ততই তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছি । যে বিজয় এক নিমেষ আমা বিনা থাকতে পারে না, সে মুক্তকণ্ঠে বলে গেল “ আজি অবধি আমার এখানে আসা উঠ্‌লো ।”

আহা ! আমি কি নির্ব্বোধ ! আমি আপাতমনোরম ও পরিণামবিরস ইন্দ্রিয়-সুখে আসক্ত হয়ে চিরস্থায়ি অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মসুখে জলাঞ্জলি দিচি ।

সপ্তাহে একদিন অনাথদিগকে কিছু কিছু দান করতেম, তাতেই বা কি সুখ পেতেম, আর এক্ষণে প্রায়ই প্রতি শনিবারে কিঞ্চিৎ দিচি, এতেই বা কি সুখলাভ হচ্চে ?

হায় কিনা সুখলাভ হয় সুরাপানে !
রাত্রে অনুভব কর, প্রভাতে উঠিয়া
শরিতে হইবে ইহা অনুতাপ সহ ।
চিরস্থায়ী ধর্ম্ম সুখ, ভোগ কর তায়,
মনের আনন্দে সদা, নির্ভয় হৃদয়ে
আত্মপ্রসাদের সহ, কেন সুখ করে ,
আত্মাকে বঞ্চিত করে সেই নরাধম,
ভুলিয়া ইন্দ্রিয় সুখে, সেই জ্ঞানহীন
মুক্তা বিনিময়ে লভে স্ফটিকের মালা ।

জ্ঞান কাণ্ডটি রহিত করে্যে অতি গর্হিত কার্য্য করেছি ॥ না জানি সকলে কি মনে কর্‌ছে !

বিজ । (স্বগত) হৃদয় ! আশ্বস্ত হও, যখন এত অনুতাপ কর্‌চেন্ তখন আর কোন চিন্তা নাই । পাপ বলে প্রতীত না হলে আর অনুতাপ জন্মে কি ?

অন । প্রাণাধিক বিজয় ! ভাই তুমি কি সত্য সত্যই

রামা। এই দেখুন এই মস্তর ডাক্ করা দিয়ে গেল।

বিজয়। (গ্রহণ করিয়া) এই যে বোসজা মহাশয়ের পত্র।

(পত্রের বন্ধনমোচন ও পাঠ।)

নন্দপুর।

কল্যাণবরেষু

বহু অনুসন্ধান পর এখানে আমি একটি পাত্র পেয়েছি ছেলেটি পরম সুন্দর, এই বৎসর বি, এ, পাস করেছে এবং পঞ্চাশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে। ইহার নাম নীরদকুমার এবং ইহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। নীরদকে সর্ব্বাংশে সৌদামিনীর যোগ্য জান কি না বরকর্ত্তার বড় লোভ অনুসারে তাহাদের টাকার কমে সম্প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ হতে পারে না; তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যয় আছে। পত্র পাঠমাত্র যদি অনঙ্গ বাবু সাহায্য করেন তবেই ভালই, নইলে তাঁহার কথা ভুলে যাবে ও তাঁহার পরামর্শে কি হয় তুমি আমাকে সংবাদ দিবে ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীবিনয়চন্দ্র বসু

রামা। (স্বগত) বাবা! বড় লোকের বড় কাজ।

বিজয়। যদিও কয়েক বৎসর পরিশ্রম করে একটি পাত্র মিলো তাতে আবার বিপদ্। দেখ, একি আমার কর্ম্ম।

অনঙ্গ। ওকি? বিজয়! এমন পাত্রেও কি হাত ছাড়া করতে হচ্ছে?

বিজয়। হাতে না রাখতে পারলে কি করি।

অনঙ্গ। না না তুমি বোসজা মহাশয়কে লেখ যেন তিনি ঐ পাত্র স্থির করে আসেন।

বিজয়। আপনি সব জানেন!

অনঙ্গ। যত ব্যয় হবে আমি তার অর্দ্ধেক সাহায্য করবো তাহলে পারবে না? সৌদামিনী যাতে সৎপাত্রস্থ হয় এরূপ যত্ন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনুরূপ বরে সমর্পিত না হলে বিধাতার তাদৃশ নির্ম্মাণ কৌশল বিফল হবে।

মোহিত। ভাই, রজ্জু-পাশে কে বায়ু বন্ধন কর্‌বে?

ললিত। ভাই যে সূক্ষ্ম বসনে জল বন্ধন করেছে।

মোহিত। সত্য, ভাই. তুমি যখন অনঙ্গ বাবুকে সুরাপানে প্রবৃত্ত করেছ, তখন তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ললিত। এখন অবধি যখন যখন অনঙ্গ বাবু সুরাপানে মত্ত হবেন, তখনি আমরা সৌদামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণন কর্‌বো তা হলেই কার্য্য সিদ্ধ হবে।

মোহিত। কিন্তু সৌদামিনীর যে [illegible] হলে ভাল হয়, তা হলেই শালার জাতি যাবে, বড় জব্দ হবে।

ললিত। তা নইলে মজা কি? আছে, বিজয় বোতল বাক্স এনেছে?

মোহিত। হাঁ, বাক্সো এনেছে, বরের [illegible] এনেছে, কাল বিজয় অনঙ্গ বাবুর কাছে গিয়েছিল, তিনি বিজয়কে সাত শ টাকা দিয়েছেন।

ললিত। অনঙ্গ বাবুর এই সব অমিত ব্যয় নিবারণ করতে হবে, নতুবা আমাদিগের আমোদ প্রমোদে ব্যাঘাত জন্মিবে. এত টাকা কম খরচ নয়!

মোহিত। চল ভাই স্নান করিগে, বেলা হয়েছে আমার শরীরটা আজি বড় অসুস্থ আছে।

ললিত। একটু খেলেই সেরে যাবে, চল স্নান করিগে।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ।)

(দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পলাপুর।

(সুরেন্দ্রনাথ সিংহের অন্দরমহল।)

(সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। কোথায় গো কঙ্কণা, আজ এখনো ঘুমুচ্চো নাকি, আমরা এক [illegible] পথ সে দিনে [illegible] থেকে হাঁটতে পারিনে।

(কঙ্কণার প্রবেশ।)

কঙ্কণা। সুমতি! এসেছিস্ বোন্ এসো, আমি তোর কথা ভাবছিলেম্।

সুমতি। ঐ ভাবনাতেই বুঝি তোমার এত ঘুম।

কঙ্কণা। তুইত আমাকে ঘুমুতেই দেখিস্, বলে

"যে যারে না দেখতে পারে
সে তারে চলতে খোঁড়ে!"
আমার কি আর ঘুম আছে লা?

সুমতি। না নিদ্রে আছে; তবে যাবিনে?

কঙ্কণা। যাবোনা কিলো? সেজে গুজে বসে রয়েছি।

সুমতি। কোথায় লো? নিয়ে কি গেলনা? বলে

"সেজে গুজে বসে রইলেম ডুলির পাশে,
নিয়ে গেলনা আমায় চোপার দোষে।"

কঙ্কণা। তোকে বুঝি শান্ত বলে এখানে রেখেছে, বলে

"যার হাতে খাইনি সেই বড় রাঁধুনী
যারে নিয়ে ঘর করিনি সেই বড় ঘরণী!"

সুমতি। সেই ভাল, এবার না হয় আমার বদলে তোকেই নিয়ে যেতে বল্‌বো। এখন চলো সৌদামিনীদের বাড়ী যাই

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রূপপুর।

(মজুমদার পাড়ার গলি।)

(শিশির ও বসন্তের প্রবেশ।)

শিশির। মহাশয়! রোগী কেমন?

বসন্ত। আশা নাই, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে, ভিতরে পুঁজ হলে সে রোগী বাঁচে না। আহা! দুটি ভাই এক রোগে গেল, এ সব দেখে শুনেও লোকের চেতন হয় না। এদেশে কি সুরা পান হয়? কি আশ্চর্য্য! একালে আর প্রায় অন্য রোগের চিকিৎসা করতে হয় না, অন্যকারণোৎপন্ন রোগের শান্তি করা যেতে পারে কিন্তু সুরা-সমুৎপন্ন পীড়ার আরোগ্য করা অতি দুরূহ, সে সব রোগের মৃত্যুই মহৌষধি, তবু লোক সুরাপানে ক্ষান্ত হয় না।

অদ্যাপি চারমাস হয়নি ইহার কনিষ্ঠটি এই রোগে মারা গেল তথাপি ইহার সুরাপানে বিরক্ত হলো না!!

শিশির। মহাশয় ভিজিট লয়েছেন?

বসন্ত। তুমিত বড় নিষ্ঠুর হে! এ অবস্থায় কি ভিজিট লওয়া যায়, যাও তোমার সহিত আলাপ করতে নাই। (প্রস্থান)

শিশির। উনি এ কথা বল্লেন না কেন? যেখানে যান মোটা ভিজিট পান। আমাদের না দিলে চলে কৈ? চিকিৎসাই উঁহার উপজীবিকা, অথচ, এদেশে যাতে সুরাপান রহিত হয় তার চেষ্টা পাচ্চেন!! আপনার পায়ে আপনি যে কুড়ুল মাচ্চেন তা বোঝেন না। সুরা পান রহিত হলে কি আর ব্যবসা চলবে একেবারে যে নিরন্ন হতে হবে।

ভাটের সতত ইচ্ছা নিত্য শ্রাদ্ধ পাটে,
মাদৃশ বৈদ্যের ইচ্ছা নিত্য রোগী ঘটে,

সেবন করতে পার, তাহা হলে কি তোমার শরীর সুস্থ থাকবে?

বিজয়। মহাশয়! যদিও এ স্থলে আমার মূর্খতা প্রকাশ উচিত হয় না তথাপি আমি একটী কথা না বলে থাকতে পারি না।

মধু। বাবা কি বলবে বল? "বালাদপি সুভাষিতং" বল?

বিজয়! মহাশয়! যদি অনঙ্গবাবু কিম্বা তৎসদৃশ অন্য [illegible] সুরাপানে প্রবৃত্ত [illegible] হলে ইঁহাদের হতে দেশের যত [illegible] উপকার [illegible] কে অন্য হতে হতে পারে? আমরা ইঁহাতে [illegible] বিশেষ গুণের [illegible] নিদর্শন দেখছি, আমরা কায়মনো-[illegible] ইঁহার চরিত্র অনুকরণ করবার জন্য চেষ্টা পাচ্চি, যদি ইঁনি [illegible] সুরাপানের দোষ হতো তা হলে কি আমরা [illegible] দোষ বলে [illegible] আমরা কি এ দোষের অনুকরণ করবো না?

মধু। [illegible] স্বর্ণালঙ্কার মধ্যে একখানি মুক্তো অলঙ্কার থাকলে তাহার অতিরিক্ত শোভা হয়, যেরূপ পদ্মরাগ, নীলকান্ত, মরকতমণি মধ্যে একটি [illegible] থাকলে হঠাৎ তাহার পরিজ্ঞান হওয়া দুষ্কর সেইরূপ অনঙ্গবাবুর সদৃশ ব্যক্তির সুরা-পান দোষহেতু প্রতীয়মান হয় না এবং তাঁহারা আত্মদোষনিষ্ক্রিষ্ট হন সুতরাং অনুকারীদের তাহা অনুকরণ করা অসম্ভব নয়।

বিজয়। আমি বোধ করি আমরা অগ্রেই এটীর অঙ্গীকার করে বসি কেননা একে সুরার আকর্ষণী শক্তি তাহাতে আবার এতাদৃশ মহাত্মার সেব্য।

মধু। হাঁ আজ কাল যে রূপ হয়েছে ইহাতে তুমি যা বলছো তাহা কোন ক্রমেই অসঙ্গত বোধ হয় না।

বিজয়। মহাশয়! এতাদৃশ ব্যক্তিকে পানাসক্ত দেখে ইঁহাদের পরিবারবর্গ বা অন্যান্য প্রতিবাসীদের [illegible] বিদ্বেষ রইল না, কেননা সুরা বিদ্বেষের বিষয় হলে ইঁহারা কখনই উহাতে আসক্ত হতেন না। কিন্তু ইঁহারা যেন স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা বলে পরিমিত পানই করলেন আমরা সকলে যে পরিমিত

পানেই কান্ত থাকবো তার প্রমাণ কি? তাহা হলেই দেখুন ইহাদের দ্বারা আমাদের কি সর্ব্বনাশ না হল।

শিশি। (স্বগত) আঃ মলো! এ বেটা যে পুঁজির উপর গেল এ যে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো।

মধু। দৃষ্টান্ত কার্য্য বিশেষে অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, এই দৃষ্টান্ত প্রভাবেই একণে মদ্য পায়ীর সংখ্যা এত অধিক হয়ে উঠেছে। যাঁহার দৃষ্টান্তে পরিবারবর্গের বা প্রতিবেশীদের অন্তঃকরণ হতে সুরাবিদ্বেষ অপনীত হয় তিনি তাহাদের মানস হতে বিষবৈদ্যকে নির্ব্বাসিত করেন। যাঁহার দৃষ্টান্তে তাহাদের মনে পানাভিলাষ জন্মে তিনি তাহাদের হৃদয়ে কাল-ভুজঙ্গে প্রবেশ করান্।

মন্মথ। মহাশয়! দৃষ্টান্তের কথা কি বল্‌বো এক দিন দেখি সুমতি ক্রন্দন কচ্চে কারণ জিজ্ঞাসাতে বল্লে "দাদা সর্ব্বনাশ হলো, প্রিয়নাথ, আর যোগেশের ভাই মাধব, একত্র বসে আঙ্গুলে করে মদ গালে দিয়েছে এই সবে এগার বছরে পা দিয়েছে ইহার মধ্যেই এরূপ হলো না জানি এর পর কি হবে!" আমি আর এ কথায় কোন উত্তর কর্‌তে পার্‌লাম্ না।

মধু। এ কথার ত উত্তর নাই, শৈশবের সংস্কার দুরপনেয়। যেখানে ভূত আছে বলে শৈশবে সংস্কার হয়েছে অদ্যাপি সে খানে গেলে মনটা চমকে উঠে। যার শৈশবে সুরায় বিদ্বেষ থাকে তাহাকে যৌবনে পান করবার সময় অনেক বিবেচনা কর্‌তে হয়। তোমার পুত্রের ত আর তা হয় নি সে এ পর্য্যন্ত দেখেছে যে তার পিতা এই দ্রব্য পান করেন সুতরাং সে উহা খাবার দ্রব্যই মনে করত।

(অনঙ্গের প্রতি) অনঙ্গ বাবু! তুমি যে বল্যে সুরা ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ঐ ত বসন্ত রায় তোমার সম্মুখেই বল্যেন্ "সুরাপান রহিত না হলে এ দেশ সুরায় উৎসন্ন যাবে" আমি বোধ করি উহাঁর মত ডাক্তর এ দেশে কম দৃষ্ট হয়।

অনঙ্গ। সুরা ঔষধ তার আর সন্দেহ কি তবে কি না অনেক

অম। (স্বগত) ইটি আর আমি কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না।

মধু। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কিরূপ?

মন্মথ। মহাশয়! যৎকালে সুরাপানে আসক্ত ছিলেম তৎকালে এমন দুষ্কর্ম্ম ছিল না যাহা আমি করতে ভীত বা শঙ্কিত হতেম, এমন কি এক দিবস আপন স্ত্রীকে কাটতে উদ্যত হয়েছিলেম!

মধু। সে কেমন?

মন্মথ। প্রথম প্রথম আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম এ রূপ প্রবল হয়েছিল যে কোন স্ত্রী হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়লে, একেবারে লজ্জায় হত জ্ঞান হয়ে পড়ত।

বিজ। তা কি আমাদের মনে নেই।

মধু। তার পর?

মন্মথ। পরে সুরার পরিমাণ যতই বাড়তে লাগল, ততই ঐ সকল খেয়াল শিথিল হতে লাগল, পরিশেষে এ রূপ হয়ে পড়লেম যে অহোরাত্রের মধ্যে প্রায়ই চৈতন্য থাকত না, যখন উহার মধ্যে একটু চৈতন্য হত সেই সময়ে আমার স্ত্রী এসে গঞ্জনা করত।

মধু। কেনই বা না করবে, তার পর?

মন্মথ। তারপর স্থির করলেম উহাকে কেটে না ফেল্লে আর নিস্তার নাই।

মধু। তা বটেই ত! তার পর?

মন্মথ। কাটবার মানসে অস্ত্র লয়ে শুয়ে থাকি, কিন্তু নেশায় এ রূপ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে উঠে কাটবার শক্তি থাকে না।

মধু। এ যে দেখি নেশায় আচ্ছন্নতাও তৎকালে উপকারিণী হয়েছিল। তার পর?

মন্মথ। তার পর এক দিবস পান রহিত করলেম।

মধু। হাঁ যে রূপে হোক কাটতেই হবে মাতালেরা ওসব বিষয়ে ঐ রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞই হয় বটে!! তার পর?

মন্মথ। তার পর কাটতে গিয়ে ফিরে এলেম, অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারলেম না, সহসা অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হলো।

বিজয়। মহাশয়! একটু চলে আসুন আর উহা শুনা যায় না এ সব দেখেও যদি এখনও লোকের কাণ্ড হয় তা হলেই বাঁচা যায়!

অনঙ্গ। মহাশয়! কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণে শরীর বড় অবসন্ন হয়েছে একটু নড়ে চড়ে এলে ভাল হয়।

(এক দিক দিয়া মধুসূদন ও মন্মথ বাবুর ও অপর দিক দিয়া অনঙ্গ ও বিজয়ের প্রস্থান)

শিশি। আমি আর এখানে থেকে কি করি যাই স্নান করিগে।

(নিষ্ক্রমণ)

তৃতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বুন্দাবন)

শরৎ মজুমদারের শয়ন গৃহ।

(শয্যায় শয়ান শরৎবাবুর, ও তৎপার্শ্বে আসীন শরতের মাতা, হেমলতা, হেমাঙ্গী, রুক্মিণী এবং বিজয়ের প্রবেশ।)

মাতা। শরৎ, বাবা আমার অমন্ কর কেন? একবার "মা" বলে ডাক। আহা বাবা কি বিষ খেতে শিখেছিলে, কি কাল রোগ পেটে ঢুকেছে, আমার সোণার পুতুল হল দে পোকা হয়ে গিয়েছে। (ক্রন্দন)

রুক্মিণী। সেজো বৌ! কেঁদোনা এখনও জ্ঞান আছে কোভ পাবে, যেন কথাই কইতে পাচ্চো না, ঐ দেখ চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আমরি বাছারে!

হেমলতা। নাথ আমার কি অপরাধে ছেড়ে যাও? আমি তোমায় কখন কিছু বলিনি, আমার শাশুড়ী যে কচি ছেলে, তারে পথে বসিয়ে কোথায় যাও? আর যে কিছু নেই, ধনে প্রাণে শেষ করে গেলে? মুখের দিকে চায় এমন যে আর কেউ নেই, ঠাকুর গেলেন গিয়েছে, তুমিও চলো?

স্বর্ণলতা। বাবা! এক বার নাবার সময় "মা" বলে ডাক্‌লে না, ও মধুর কথা শোনা আমার যে ফুরিয়ে গেল!

আহা। দুটি ভাই একত্রেতে যাইতে ইস্কুলে,
দেখে বুক পাঁচ হাত হতো মোর ফুলে,
প্রভাতে একত্রে বসি পড়িতে যখন,
সুমধুর স্বর শুনে জুড়াত শ্রবণ,
দুই ভাই একত্রেতে ধন উপার্জ্জিলে,
সুত দারা জনে বাঞ্ছা কিছু না রাখিলে,
দুই ভাই একত্রেতে কি বিষ খাইলে,
দুই ভাই এক রোগে প্রাণ হারাইলে।

(হেমাঙ্গীর প্রতি) ছোট বৌ! বলি সেই বোতল টোতল গুলোর মধ্যে কি কিছু নেই মা, একটু এনে দাও না খাই। আহা! ও যে বিষ তা জান্‌লে কি তোর স্বহস্তে হাত দেখ্‌তেম, কবে যে ও বিষ খেয়ে ওদের আগে যেতেম। বাবা হেমন্ত! বাবা শরৎ! এ বড় অবিচার, কোথায় আমি আগে যাবো, তা না হয়ে তোরা দুজনে একে আমায় ফেলে গেলি, ও বাবা সেখানে তোদের মুখের দিকে কে চাবে, আমায় ডেকে ন্যাও। আহা! কাল আমার চন্দ্র অস্তে গিয়েছে, আজ্ আবার আমার সূর্য্যি অস্তে যাবে, ও মা আঁধার জগতে কেমন করে থাক্‌বো, অগো তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় একটা ঐ বিষের বোতল এনে দাও; তবু এখনও লোকে আমারে ভাগ্যবতী বল্‌বে?

ছোট বধূ স্বর্ণলতা একাদশী করে,
তাহা দেখি নিরন্তর কাঁদি গো অন্তরে।

হাতে মালা দিল, পথে বসাইল, সুরা মোর
কি না করিল,

যেই মোর সুখশশী ষোড়শ কলায়,
পূর্ণ হলো, এবে দেখ, মেলিয়া বদন
গ্রাসিত করিল আসি তায় সুরারাহু
নিদারুন, কলামাত্র না রাখিল শেষ।

মাগো লোকে যা যা প্রার্থনা করে, তা আমার সব হয়েছিল আবার এক কালে সব গেল।

কমি। বালাই অমন কথা বলোনা, তোমার শশী বেঁচে থাক

হেমল! আহা! মা ওকি বাঁচবে? এক দিন দেখি শশী আড়ে করে মদ গালে দিচে; ঐ বিষতে মা ওরে পেটে গিয়েছে।

কমি: বাপ খুড়ো সকলকেই খেতে দেখেছে কিনা, তাই মনে করচে, এই বুঝি কি! এই জন্যেই কর্ত্তা বলেন গো বাড়ীর কর্ত্তারা মদ খেলে, ছেলে পিলে সব মদ খেতে শেখে।

বিন্ধু। পোড়া কপাল! দেখেছি বড় ভেয়েদের সুমুখে লোকে তামাক ছিলিমটি খায় না, এঁরা ভেয়ে ভেয়ে এক মজলিসে বসে মদ খেতেন।

(নেপথ্যে সংগীত, তাল আড়াঠেকা রাগিণী বিহাগ)

তোরা আয় গো কোথায়!
ধরিয়ে রাখিতে নারি, সুরা পিতে যায়।
আজ্ঞা নাহি একি দায়, সুতশোকে ক্ষিপ্ত প্রায়,
তাই আমি পুত্র বধূ, ধরে আমার পায়।
দ্বিগুণ হয়েছে বল, কেমনে ধরিবো বল,
জ্বালার উপর জ্বালা হলো রে আমায়।

কমি। মা উঠো, ঐ দেখ, একবার পথে ছুটে ছুটে যাচ্চে, একবার বৈঠকখানায় ছুটে ছুটে মদ খেতে যাচ্চে, ছোট বৌ ছেলেমানুষ, ধরে রাখতে পাচ্চো না।

হেমল। মেজো ঠাকুরুণ! সর্ব্বনাশ হলো. ঠাকুরুণ আমার এ

বন্ধুর পাগল হলেন। কি হবে, এমন কিছু নেই, যে খরচ করে ওঁর শুশ্রূষা করি।

(নেপথ্যে অট্টহাস)

কেমল। আহা! উন্মত্তাও এ সময় উপকার করে, তা না হলে, কি ঠাকুরুন্ আমার এতক্ষণ জীবিত থাক্‌তেন্। আহা শীঘ্রির ...।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

(তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।)

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(পর্য্যাঙ্কে শয়না পুস্তক হস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!! (পুস্তকের পাত উলটাইয়া) ...ংস, ক্ষয়, যক্ষ্মা, পক্ষঘাত প্রভৃতি রোগোৎপত্তি করে, এবং সে সকল রোগ আরোগ্য হওয়া প্রায় অসাধ্য, আরও ইহাতে বাত, ...থরি ও ক্ষতরোগ জন্মায়। আহা! অনঙ্গ দাদা, কত বারণ করেছিলেন্ কিন্তু শরত বাবু কিছুতেই বুঝ্‌লেন্ না। আসন্ন কালে যে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয় এ কথাটি যথার্থ! জগদীশ! লোককে কে এমনি করেই বিপদে ফেল্‌তে হয়!! আহা! ওদিন রাজাভাই গিয়েছে, কাল লক্ষ্মণ দেবর গিয়েছে, আজি স্বামী গেল, কাল হবিষ্যি করে এমন্ কিছু নেই, এর উপর আবার বুড়ো শাশুড়ী পাগল হলো!!

(বিধুর প্রবেশ।)

বিধু। ছোট ঠাকুর ঝি! এদের আক্কেল দেখ্‌লি ভাই, এখনও এলো না! আমি এতক্ষণ ধরে পথ চেয়ে ছিলেম্।

সৌদা। আসে কেমন করে? আহা! এই এক ঘর লোক, একে

বারে বয়ে গেল ! এতে কি আর লোকের হাত পা সরে, না ও আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে।

বিধু। (লজ্জিত ভাবে) ভাই! একটু বৈ পড়ো না!

সৌদা। এই পড়ি, হ্যা বৌ! বলি অনঙ্গ দাদা আমাকে ... সব টাকা পারিতোষিক দিয়েছিলেন, তা থেকে মজুমদারেরদের বড় বৌকে দশটি টাকা দিলে হয় না। এ সময়ে দিলে তাদের ... উপকার হয়, আহা! কাল হবিষ্য করে এমন কিছু নেই।

বিধু। তার আটক কি এক্ষুনি, আমারও দুটি টাকা আছে বেশ, এই বার টাকা হলো, এসো বৈয়ের মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

সৌদা। হ্যা ভাই, এসো তাই করি।

বিধু। (নেপথ্যাভিমুখে) বৈয়ের মা ওঘরে আছিস, একবার এই দিকে আয় ত?

(নেপথ্যে) তারে কেন! সে যে মজুমদারেরদের বাড়ী গিয়েছে।

বিধু। না এমন কিছু নয়, ছোট ঠাকুরঝি থাক, সন্ধ্যেকালে পাঠান যাবে, এখন একটু বৈ পড়ো?

সৌদা। (পাত উলটাইয়া) ধনাবে "সুরাদেবী! তোমার অদ্ভুত মহিমা, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি নির্ম্মল জ্ঞান জ্যোতিকে আচ্ছন্ন কর, মেধাশক্তিকে লোপ কর, শরীরকে অচিকিৎসনীয় রোগের আধার কর, বুদ্ধি-স্থান মস্তিষ্ককে গুরুতর উত্তেজনা করিয়া বিনষ্ট কর, মার্জ্জিত বুদ্ধিকে কুপথ-গামিনী কর, আত্মাকে প্রতারণা কর, ও অর্থকে নাশ কর। ধনীকে নির্ধন, জ্ঞানীকে অজ্ঞান ও মানীকে হতমান কর। তুমি স্ত্রীগণের বিলাপের হেতু, সন্তানগণের দুঃখের মূল, ও পিতা মাতার শোকের কারণ তোমার মহিমায় মনুষ্য, পশু তুল্য ও আত্মহত্যাকারী হয়েন।

করুণা। (নেপথ্যে) এই যে ভাই এক দর লোক একবারে বয়ে গেল, এতেও কি ভাই বারুণীবিলাসের পর্য্যবসান হবে না এর চেয়েও আরও কি দুর্ঘটনা হবে?

বিধু। এই ন্যাও ভাই আর তোমাকে দিদির ঘরে গেতে হবে।

(চিত্রপট প্রদান. সুমতি ও করুণার সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন)।

সুম। ভাই সুরা প্লাবিত বাঙ্গালাদেশের সেই চূড়াটির নাম কি?

বিধু। কোন চূড়াটি লো?

সুম। মর, হাবা হস কেন? যে চূড়ায় এই রত্ন মিলেছেলো?

বিধু। তাই বল, তার নাম বসন্তপুর লো।

সুম। নামটিও দিব্যি।

(সৌদামিনীর তির্য্যগ ভাবে অবলোকন)

সুম। (বিধু ও করুণার প্রতি) ভাই দেখ দেখ সৌদামিনী ঘাড়টি ফিরিয়ে দেখ্‌চে বোধ হচ্চে যেন কে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মৃণালটি বেঁকিয়ে ধরেছে। সৌদামিনীর পূর্ব্বরাগের সকল লক্ষণগুলি হয়েছে।

বিধু। ওমা পূর্ব্বরাগ আবার কি গো! এত কখন শুনিনি।

করু। কেন তুই শকুন্তলা পড়িস নি?

বিধু। পোড়া কপাল! মরে আমার এই সেদিন মুনীলার উপাখ্যান সাঙ্গ হয়েছে।

সুম। কেন এইতো তুই পূর্ব্বরাগের সব লক্ষণ বলিস লো!

বিধু। একি কথা ভাই, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

সুম। অলো! এই যে তুই বল্যেলো, "ছোট ঠাকুরঝির এখন বড্ডই বিয়ের জ্বালা হয়েছে, এক দণ্ড এক স্থানে স্থির হয়ে বসতে পারে না" আবার ঐ দেখ ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ছবি দেখ্‌ছে, এই সব পূর্ব্বরাগের লক্ষণ লো।

বিধু। বটে, এখন বুঝ্‌লেম (সৌদামিনীর প্রতি) অ ছোট ঠাকুরঝি; তোর যে চখের পলক পড়ে না লো?

সুম। সত্যি সৌদামিনী! চখের পলক ফেল ভাই, বিধাতা ঐ পলক পড়াটিই তোমার মুখের বিশেষ চিহ্ন করে দিয়েছেন।

করু। সে কি লো?

সুম। ভাই আমার বোধ হয়, যখন বিধাতা সৌদামিনীর সৃষ্টি করেন তখন উর্ব্বশী এসে বলেছিল " ও নরলোক, আমি সুরাঙ্গনা

... শাড়ী, দুখানা নিয়ে রাঁড়কে পরান হলো। যখন নিয়ে যায় ... ধর্‌তে গিয়েছিলেন, তাই বুড়ো মাগীকে গলাধাক্কাটা দে... ...য়েছে, তা আর কি বল্‌বো। মাগী উপুড় হোয়ে পড়ে গেল, দুই দাঁত ভেঙে গিয়েছে, রক্তের নদী বচে! দেখ দেখি ভাই ...র ত্রিনকাল গিয়েছে, এক কালে ঠেকেছে এর উপর এই ...ার।

বিধু। আহা! শুভক্ষণে আমার পোড়েছিলেন!!

শারু। সে কথায় কাজ কি, ছি, ছি, সাত জন্মের অধর্ম্ম, ঐ মাগীই ... কাল হয়েছে, নইলে কবে চলে যেতেম, বলি পোড়ার দিন... ... ঐ দশা, যদি আমিও চলে যাবো, তবে মাগীর উপায় কি ... এই জন্যে ভাই কি না করি।

বিধু। তা কি আর আমরা দেখ্‌তে পাচিনে? বলে "অতি বড় ঘরণী না পান ঘর, অতি বড় রূপসী না পান বর" এই দুটি আমা... এক স্থানে দেখলেম, তুই ঘর পেলিনে আর আমার ছোট ... বর পাচে না, মদের এমনি প্রভাব!

শারু। যাক ভাই, আবার হয়তো ঠাকুরুন এসে পড়বেন (দেখিয়া) ঐ যে বল্‌তে না বল্‌তে, দেখ দেখি ভাই এ আবার জ্বালার উপর ...নে।

(যষ্টিহস্তে গুঁড়ি গুঁড়ি শারদার শাশুড়ীর প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। (স্বগত।)

চখে না দেখিতে পাই অস্থি চর্ম্ম শেষ।
একে জরা জীর্ণ তনু তাতে এই ক্লেশ॥
জননীর দুখ বাছা কিছু না স্মরিলে।
মড়ার উপরে খাঁড়া কেমনে ফেলিলে॥
কেমনে গলায় ধাক্কা দিলি তুই মোর।
কিছু কি হলো না দয়া হৃদয়েতে তোর॥
চরম দশায় তুই সেবিবি আমারে।
এই আশে কত দুঃখ সহেছি আধারে॥

সে আজি মর্‌বে, কাল আর একটা জুট্‌বে, জন্ত গেলেই সব চোকে।

বৃদ্ধা। আরে ওকথা আমায় বলিস্‌নেরে, ওকথা বলিস্‌নে, আমার নাড়ী ছেঁড়া ধন!

শার। এখন যে নাড় ছেঁড়া হয়েছে তার কি?

বিধু। বামন্‌দিদি! অমন কথা বলোনা হাজার হোক মার প্রাণ, বলে "কুপুত্র হয় তবু কুমাতা নয়।"

শার। তা এখন বাড়ী এসো। ভাই চল্লেম্‌।

সকলে। এসো।

(বৃদ্ধাকে হস্তে ধরিয়া আস্তে আস্তে শারদার প্রস্থান।)

বিধু। আরে আর এক কথা শুনেছিস্‌?

সুম। কি কথা বা?

বিধু। তোর দাদা বল্লে, মাগো! আমার গাটা সিউরে উঠ্‌ছে, তোর দাদা বলে পরশু নাকি ঘোষালদের হরিশ মদ খেয়ে তার খুড়ীকে—(অর্দ্ধোক্তি ও লজ্জা প্রকাশ) আহা খুড়ী নাকি "অবাবা ছেড়ে দাও আমি সৌমা নই" বলে কত কাকুতি মিনতি কর্‌তে লাগ্‌লো "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী"।

কক। মাগো বলিস্‌ কি! কালে কালে হলো কি?

সুম। মাতালের অকার্য্যও কিছুনেই, অখাদ্যও কিছুনেই, কাল দাদা বল্লেন্‌ "কোথায় নাকি একটা মড়া পোড়াতে গিয়েছিল তার পর যেই সেটা আদ্‌পোড়া হয়ে এলো, আর লোভ সাম্‌লাতে পার্‌ল্যো না, অম্‌নি মদের চাট্‌ করে ফেল্লো"।

বিধু। চুপ্‌ করো ভাই ঘেন্নায় যে মলেম্‌ থু থু।

সোদা। তুই যা বল্লি তার চেয়ে কি এটা বড় ঘেন্নার কথা হলো না? বলে যার পর নেই খুড়ী, এমন কেউ কখনও শোনেওনি শুন্‌বেও না।

সুম। অভাই এখন ঢের্‌ শুন্‌বে ঢের্‌ দেখ্‌বে।

স্বভাবতঃ মদনের শর ভয়ঙ্কর।
মানবের কলেবর করে জর জর॥

তায় যদি বারুণীর বিষম তিমির।
আবরণ করে আসি জ্ঞানের মিহির॥
তবে কি নিস্তার থাকে কুপথেতে যায়।
কিছু না দেখিতে পায় হায় হায় হায়॥

করু। সুমতি! সন্ধ্যে হলো চলো বাড়ী যাই।

সুম। হাঁ ভাই চলো, বলি অ রাঙা বৌ! ননদের কি কি গয়না দিবি লো?

বিধু। বাউটি যুটের গয়না সব দিতে হবে, নইলে এ বে হবে না বর কর্ত্তা মিন্‌সের ভাই, বড় খাঁই।

সুম। অঘ্রান মাস না এলে আর বে হবে না।

বিধু। তা আর কেমন করে হবে; ছোট ঠাকুরঝি দাড়ি ফেটা হয়েছে বলে ত আমরা দাড়ি ছেড়া হতে পারি না।

সৌদা। তুমি ভাই আর অমন করে জ্বালিও না। সুমতি করুণা! কাল আসবে ত?

সুম। আস্‌বোনে কি আর্ছি এখন চলো।

বিধু। ছোট ঠাকুরঝি! চলো আমরাও এই বেলা সকাল সকাল কাপড় কেচে আসি।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুর।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যানস্থ বৈঠকখানায়
চেয়ারে আসীন অনঙ্গমোহনের প্রবেশ।)

অন। দেখ দুঃখ যাগের অনল, ক্রমে হইয়া প্রবল,
ব্যাপিল ব্যাপিল এবে আকাশ মণ্ডল।
যজমান হলো রিপু চয়, আর কিসে রক্ষা হয়,
পাপরূপ কাষ্ঠ আনি করিছে সঞ্চয়।
হোমকর্ত্রী কুমতি হইল, শান্তি সুখ ঘৃত ছিল,
সকলি অনলে ক্রমে আহুতি করিল।
সুরাপান প্রবৃত্তি পাবন, হয়েছে মন বন
দেয়না নিভিতে কভু সেপ্রাণ জ্বলন।
এবে বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ, কও যদি একতান,
মল্লার রাগেতে কর বিভুগুণ গান।

অন। (স্বগত)

সুরাপান মনকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু করে৷ ফেলে, কি আশ্চর্য্য। প্রতি সোমবারেই মনে সাতিশয় অনুতাপ জন্মে। আর পান কর্‌বো না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, আবার শনিবারের রাত্রে সব ভুলে যাই, এই দেখ না অদ্য পান কর্‌বো বলে মনে কেমন একটি বিজাতীয় উৎসাহ হচো। যে মাত্র এই ঘরে আসি অমনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় কিন্তু উঠেও যেতে পারি না যেন কে এসে বলে "আজিকার রাতটি পান করো" দিন দিন মনের অবস্থার পরিবর্ত্ত হচো, কামপ্রবৃত্তি ক্রমেই উত্তে-

জিত হচে্য, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এক প্রকার বিলুপ্ত হয়েছে বল্লেই হয় একেবারে উঠিয়ে দিলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এ জন্যই এ পর্য্যন্ত বালিকাবিদ্যালয়টি ও ডিসপেনসরিটি রেখেছি. ফলতঃ আর তা-হাতে তাদৃশ যত্ন নাই এবং আর যে অধিক দিন থাকে এমনও বোধ হয় না. আর খরচে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না।

এই বেশ্যা সুরা পরিত্যাগ না কর্‌লে আর নিস্তার নাই, উৎকোচ গ্রহণে আর পূর্ব্ববত বিদ্বেষ নাই. ক্রমে তাহার হ্রাস হয়েছে। খরচের সেরূপ অসংকুলন হয়েছে. কি জানি যদিই আমার তজ্জন্য হ্রাসেও প্রবৃত্তি জন্মে, আমি যে মাত্র নেশায় আচ্ছন্ন হই, অমনি ললিত ও মোহিত আমার মানসমন্দিরে সৌদামিনীকে আবির্ভূত করে্য তাহার নানা প্রকার রূপ ও গুণ বর্ণন করে। সুরা এক্ষণে আমাকে এরূপ অসার ও ইন্দ্রিয় পরবশ করে্য তুলেছে, যে আমি তাহাতে দোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করে্য বরং সমধিক আমোদই প্রকাশ করি. যাহা হউক উহাদিগকে আর অতঃপর এরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হবে না, মন সহস্র ত মদনের অসাধ্য কি আছে? কি জানি যদিই আমার মন সৌদামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যদি উহারা আজি সৌদামিনী সংক্রান্ত কোন কথা বলে তাহা হলে উহাদের মুখাবলোকন করবো না।

(ললিত ও মোহিতের প্রবেশ)

ললি। এই যে বাবু এসেছেন্।

অন। দেখ ললিত! বিজয় যা যা বলেছে ক্রমেই সব একে একে ঘটছে, অতএব এসো আজি অবধি পানে ক্ষান্ত হওয়া যাক।

ললি। (স্বগত) বিজয়ের সর্ব্বনাশ না করে—(প্রকাশে) আজি সব উদ্যোগ করা গিয়েছে. এবং মজুমদারেরদের কুমুদ ও চন্দ্রকে নিম-ন্ত্রণ করে্য এসেছি. সুতরাং আজিকার দিনটি পান করা যাউক, পরে যাহা হয় হবে।

অন। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে কে বলে্য সব? লোক জুটুতে আরম্ভ কর্‌লে কেন? কি উৎপাত! আমি ত তখনি বলেছিলাম যে, এ কর্ম্ম কখনই গোপনে থাকবে না।

অন। আর কেন খোদা বক্স কে ডাক।

যোগি। (স্বগত) কি মজাই হয়েছে, আমাদিগকে আর কিছু বল্‌তে হয় না।

ললি। (নেপথ্যাভিমুখে)

শুন শুন খোদাবক্স! শীঘ্র করি যাও।
আনতে চাটের দ্রব্য, যা যা কিছু পাও॥
মাটনের কারি আনো, কোপ্‌তা কাবাব;
ভেজানি কাবাব আনো ওনিয়ন দিয়ে।
মটের কচুরি আনো, ডিম সিদ্ধ সহ
আনহ বইল্‌ড মটন, যেতে নাকো মন।
হাঁসের মস্লাকারী আনো, শীঘ্র যাতে হয়।
শীঘ্র করি গিয়ে আনো, বিলম্ব না সয়॥

(নেপথ্যে)

যো হুকুম খোদাবন্দ! এখনি আনিবো;
দেখিতে দেখিতে সব, হাজির করিবো॥
দিলেন যেমতি আজ্ঞা, সে মত হইবে।
খাবার যে কিবা মজা খাইলে জানিবে॥

অন। ওহে, চারুনেত্রা! ভাল আছো? আজ সাত দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, এ সাত দিন যেন সাত বৎসরের ন্যায় বোধ হয়েছে।

চারু। আমি বোধ করি, আজ সাত যুগ আপনকার সহিত আমার দেখা হয় নি।

অন। ততক্ষণ একটি গান গাইলে ভাল হয় না?

কুমু। একটু গোলাপি নেসার পর হলে ভাল হয়, কেন না তা না হলে গানে তাদৃশ রস হয় না।

অন। চুপ করে বসে থাকা অপেক্ষা ভাল।

চারু। যে আজ্ঞে।

ললি। বটে বটে। উভয়ের উত্থাপন ও কুমুদের সংগীত, তাল ঠুংরি, রাগ ঝিঁঝিট।

" নেসাতে ঢুল ঢুল করেছে নয়ন।
কোথায় রহিল, আমার সে বিধু বদন।
কেন বা করিলাম নেশা, ছাড়িয়া প্রেয়সীর আশা,
এখন আমার এ দুর্দ্দশা, দেখে কোন জন।
আগেত জানিনে মনে, এত হবে সুরাপানে,
এখন আর বাঁচিনে প্রাণে, না চলে চরণ " ॥

(কুমুদ ও চন্দ্রের ঢুলিতে ঢুলিতে প্রস্থান ও ললিতের বৈঠকখানায় পুনঃ প্রবেশ।

(নেপথ্যে) অ বাবা ! এযে আমি, আমি মা নই !!!

(পুনর্নেপথ্যে) বাবা তুমিই আমার মা ;

(সকলের কর্ণপাত)

অন ! একি সর্ব্বনাশ ?

মোহি। অতি পানের ঐ ফল !!

ললিত। মোহিত ! চারুনেত্রাকে উপরে নিয়ে যাও।

মোহিত। এসো ভাই ! উপরে যাই।

(চারুনেত্রা ও মোহিতের প্রস্থান।

অনঙ্গ। সখে ! চারুনেত্রার কি ভাব ভঙ্গি দেখেছ !

ললিত। যে সৌদামিনীর ভাব ভঙ্গি দেখেনি, সেই চারুনেত্রার কি ভাবভঙ্গি—

ললিত। মোদের মানস রাজ্যে পাতি সিংহাসন,
যৌবন অমাত্য সহ বসেছে মদন,
তাই বুঝি রুষ্ট হয়ে, অবয়বগণ
লুণ্ঠন করিছে, দেখ, পরস্পর ধন
জঘন হরিল আসি, মধ্যের স্থূলতা
উদর লইল, দেখ, স্তনের মন্দতা,

মেঘের সরলতার নিলো শ্যাম লতা,
কটাক্ষ লইল, আসি, গতির দ্রুততা।

মোহিতের প্রবেশ।

মোহিত। আহা মরি হৃদয়েতে কিবা কুচোদয়,
দর্শন করিলে, মোর এই মনে লয়
খুঁজিবারে, অনঙ্গের এখন যৌবন
দুখানি নৈবেদ্য বুঝি করেছে স্থাপন।

অনঙ্গ। সাবাস মোহিত। বলিহারি যাই কি বাণী?
"খুঁজিবারে অনঙ্গেরে এখন যৌবন
দুখানি নৈবেদ্য বুঝি করেছে স্থাপন"
এটি ভাই নূতন ভাব বটে।
অলৌকিক সৌদামিনী রূপ মনোহর
তাহাতে যৌবন আসি, হলো সহচর।
সর্ব্বত্র সেই রূপ কে বর্ণিতে পারে,
যেন সে মুকুল ধরে মধু ঝংকারে।

সখে। আমাকে ধর, এ সৌদামিনীকে আমারে কে এনে দেবে? ঐ দেখ কুসুমশরের নিক্ষিপ্ত শরঘাতে আমার কলেবর জর জর হলো সখে আমায় ধর।

(মূর্চ্ছিত প্রায়)

ললিত। সখে! চিন্তা কি, আদেশ করুন, ললিত মোহিতের অসাধ্য কিছুই থাকে না।

অনঙ্গ। (সংজ্ঞা পাইয়া) সখে অনঙ্গকে জীবিত দেখা যদি তোমাদের অভীষ্ট হয়, তবে শীঘ্র সৌদামিনীকে আনয়ন কর।

ললিত। সখে চিন্তা কি, অতি ত্বরায় আনয়ন করবো, এক্ষণে উপরে চল।

মোহিত। (স্বগত) শালা বিজয়! আর যাবে কোথায়? তোমার সর্ব্বনাশের এই সূত্রপাত করলেম, বাবা জান না ললিত মোহিতের ক্রোধ উদ্দীপিত করেছ (প্রকাশ্যে) মহাশয় এক্ষণে উপরে চলুন।

(অনঙ্গের হস্ত ধরিয়া ললিত ও মোহিতের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থাঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্যপট।

বিজয় মিত্রের শয়ন গৃহ।

(পর্য্যঙ্কে শয়ানা পুস্তক হস্তে সৌদামিনীর ও তৎপার্শ্বে
উপবিষ্টা বিধুর প্রবেশ।)

বিধু। ছোট ঠাকুর ঝি! বলি মেজ বউ ঠাকুর আমাদের কি উপকারী, আজ্ কাল একজন আপনার নয়, সাত সতের টাকা কে কারে অমনি দিয়ে থাকে। ভাই! তিনি আমাদের ওঁরে কি কি ভালই বাসেন।

সৌদামিনী। বৌ! তুমি কি আজ্ টের পেলে? অনঙ্গ দাদা দাদারে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন্। বৌ! সব জল খাবার যো করা হয়েছে?

বিধু। হাঁ ভাই সব তয়ের করে রেখেছি, যেই তাঁহারা আস্‌বেন অমনি থালে সাজিয়ে দিব, কখন আসেন্, তার ত ঠিক নেই, এ জন্যেই এখন থালে সাজালেম্ না। ভাই বউ ঠাকুর যেমন আমার শিল্পকর্ম্মের সুখ্যাতি করেন্, তেম্নি তাঁর নাম করে যা করি তাই ভাল হয়।

সৌদ। বৌ! তাঁদের আস্‌বের সময় হয়েছে, চল আমরা মাঝের ঘরে যাই।

বিধু। তাঁরা এসে আগে গলা খাঁকার দিবেন, তবে ত ভিতরে আস্‌বেন্, তখন্ আমরা এই দোর দিয়ে, চলে যাবো।

(জানলার অন্তরালে অনঙ্গ ও বিজয়ের প্রবেশ)

অনঙ্গ। (স্বগত) আহা! যদি সকল বিষয়ে এইরূপ ঘটে, তবে কি না হয়, সৌদামিনীকে দেখবার জন্য আমার মনও আকুল হলো, অমনি বিজয় গিয়ে আমারে ডেকে নিয়ে এলো।

বিজয়। (স্বগত) আচ্ছা! এই সময়ে সৌদামিনী একটু সুরা-পায়িণী বই পড়ে! তা হলেই আমার যত্ন সফল হয়, যদি স্ত্রীলোকের মুখে শুনেও ইহার সুরার বিদ্বেষ জন্মে। আমি ত পারলেম না। কেন প্রত্যহই ত সৌদামিনী এই সময়ে পড়ে থাকে আজি এখন পড়ছে না কেন? আমি এই জন্যেই যার ইঁহাকে এখন নিয়ে এলেম।

বিধু। তাই একটু চেঁচিয়ে পড় না, আমি কি সাক্ষী গোপালের ন্যায় বসে থাকবো।

বিজয়। (অনঙ্গের প্রতি মৃদু স্বরে) মহাশয়! সৌদামিনী এখন যেমন পড়তে পারে, তা একটু এখানে দাঁড়িয়ে শুনুন সুমুখে গেলে হয়ত লজ্জায় তত ভাল করে পড়তে পারবে না।

অনঙ্গ। (মৃদুস্বরে) বিজয়, সৌদামিনী নাকি বড় চমৎকার পদ্য রচনা করতে শিখেছে।

বিজয়। একা সৌদামিনী নয়, সুমতি ও করুণাও বেস পদ্য রচনা করতে পারে, তবে কি না সৌদামিনীর অমিত্রাক্ষর পদ্য গুলি অতি চমৎকার হয়।

অনঙ্গ। বল কি? অমিত্রাক্ষরও রচনা করতে পারে! আমাদের মালতী আদৌ অমিত্রাক্ষর পদ্য ভাল করে পড়তেই পারে না।

বিধু। তুমি থাক ভাই আমি চল্লেম।

সৌদা। বৌ! তুমি কি রাগ করলে? যদি এঁরা হঠাৎ এসে পড়েন্ তাই চেঁচিয়ে পড়ছিনে।

বিধু। ও বাপু! তুইত আর বিদ্যে সুন্দর পড়ছিস্ নে, আর কি তুই এদের সুমুখে কখন পড়িস্ নি।

সৌদা। তবে তুমি একটু সতর্ক থেকো, আমি পড়ি।

বিধু। হ্যাঁ পড়, আমি এক দিকে কান রাখবো ও এক দিকে চোখ রাখবো।

(সৌদামিনীর স্পষ্টরূপে পাঠ ও সকলের কর্ণপাত)

"মহারাজ পঞ্চম হেনরি সিংহাসনারূঢ় হওনের কিছু [illegible]

পূর্ব্বেই বাল্যকালে অসৎসঙ্গে পড়িয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর জন ফলষ্টাফ নামে এক জন প্রসিদ্ধ মদ্যপ ছিলেন। তিনি রাজকুমারকে নানা প্রকার লজ্জাকর কার্য্যে রত করিয়াছিলেন। ইহা সেক্স্‌পিয়র রচিত পদ্যে সম্যক্‌ রূপে বর্ণিত আছে, উক্ত পদ্য গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায় যে এক দিন উক্ত সারজন ফলষ্টাফ দস্যুবৃত্তি করিয়া লণ্ডন নগরের কোন সাধারণ সরাই গৃহ মধ্যে সুরাকোসিত হইয়া শেষ নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এমত কালে উক্ত রাজ পুত্র পরিহাস পূর্ব্বক তাঁহার পারিষদকে কহিলেন, যে ইহার অঙ্গরাখা অন্বেষণ কর, তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি অন্বেষণ করতে এক খণ্ড কাগজ পাইল, ও তাতে লেখাছিল যে এক দিনের ব্যবহার জন্য ফলষ্টাফে এক পয়সা মূল্যের রুটি এবং তাহার উপকরণ স্বরূপ এক পয়সার ব্যঞ্জন এবং দুই গেলাস স্যাক নামে উগ্র সুরা পান জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজ রাজসিংহাসনারোহণ করিয়া ঐ সমস্ত সঙ্গীগণকে একেবারে দূর করিয়া দিলেন। কেন না তাহাদের দুষ্ক্রিয়া ও অতিশয় পানাসক্তি তাঁহার বিস্মরণ হয় নাই,,।

অনঙ্গ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! যে অংশটি পাঠ করিতেছে, তাহা আমাতে বিলক্ষণ সংগত হচ্চে। ললিত মোহিত আমাকে যেরূপ লজ্জাকর বিষয়ে রত করছে তা অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি হতে পারে? (প্রকাশে) বিজয়! তুমি কি সৌদামিনীকে আমার বিষয় কিছু বলেছ?

বিজয়। (মৃদুস্বরে) না মহাশয়! যদিও সৌদামিনীকে বলে প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি আমি উঁহারে কিছু বলিনি। সৌদামিনী প্রত্যহই ঐ বই খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে, অদ্য যে স্থলটি পড়ছে, উটি আপনাতে বেস সংগত হয়েছে। প্রার্থনা করি, আপনি মহারাজ হেনিরির মত চরিত্র সংশোধন করুন, তিনি যেমন ফলষ্টাফ প্রভৃতির সঙ্গ পরিহার করেছিলেন, আপনিও তেমনি ললিত ও মোহিতের সংসর্গ পরিত্যাগ করুন।

(অনঙ্গ ও বিজয়ের পুনঃ প্রবেশাভিনয়।)

বিজয়। সৌদামিনী! তুমি গেলে কেন? তুমি এখানে এসো।

অনঙ্গ। সৌদামিনীকে অনেক দিন দেখিনি।

অনঙ্গ। (নেপথ্যাভিমুখে) দিদি! সোদুকে সঙ্গে করে, তুমি একবার এই ঘরে এসো।

(নেপথ্যে) আয় না অনঙ্গের সুমুখে যেতে লজ্জা কি গা। কাল কোরে শিখিয়েছে? বিজয়েতে আর অনঙ্গেতে কি কিছু তফাৎ আছে না কি?

(লজ্জাবনত-মুখী সৌদামিনী সহ কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

বিজয়। তার লজ্জা কি তুমি আমার সম্মুখে ত এসে থাক?

অনঙ্গ। (স্বগত) তাই ত ললিত মিথ্যা বলিনি, সৌদামিনী বস্তুতই লাবণ্যের আধার হয়েছে:

"পূজিবারে অনঙ্গেরে এনব যৌবন
তুখানি নৈবেদ্য বুঝি করেছে স্থাপন।"

ঠিক বলে ছিল, একি. আমি একি কর্‌ছি. এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করলেম।

কাদ। আহা! অনঙ্গ. তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না কেন? কত দিন তোমায় দেখিনি। ও কি অনঙ্গ তোমার মুখ খানি যে শুখিয়ে গিয়েছে. অমা আদ্‌খানি শরীর নেই! কেন কোন ব্যামো হয় নি ত?

সৌদা। (স্বগত) আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম।

বিজয়। (স্বগত) সুরাপানের ফল, কিছুতেই ত শুন্‌বেন্ না।

অনঙ্গ। (স্বগত) ইনি মনে কচেন্ আমার ব্যামোহ হয়েছে। হয় ত বিজয় মনে কচ্যেন্ সুরাপানে এ রূপ কৃশ হয়েছি, কিন্তু কি জন্যে যে কৃশ হচ্যি,তা আমিই জানি। (প্রকাশে) অনেক দিন দেখনি. এই জন্যেই কৃশ দেখ ছো। ফলে আমার অন্য কোন পীড়া হয় নি।

কাদ। তা হলেই ভাল, দেখ অনঙ্গ আমার ভাই একটি বড় ইচ্ছে আছে, বিজয়কে বলেছি. তোমাকেও বলি।

অনঙ্গ। কি বল দেখি?

কাদ। আমার ইচ্ছে যে সোদুর বেতে গ্রামে এক খানি করে বোকনা দি।

অনঙ্গ। এই বৈ ত নয়, এতে আর কতই খরচ হবে, আচ্ছা তা হবে।

কাদ। দেখ দেখি বিজয়! তুই যে আমাকে ধমকে ছিলি, (সৌদামিনীর প্রতি) কি একটি শ্লোক করেছিস্ তোর দাদাকে শোনাবি বলে ছিলি, তা এখন শোনা না।

অনঙ্গ। সৌদামিনী! কি পদ্য করেছ পড় দেখি;

(সৌদামিনীর অধোমুখে অবস্থান।)

বিজয়। তার লজ্জা কি পড় না।

কাদ। পড় না অনঙ্গের কাছে পড়্‌বি, তাতে লজ্জা কি?

সৌদামিনীর পুস্তকের ভিতর হইতে একটু কাগজ বাহির করিয়া পাঠ।

উম্মিষি সুবার নেসা ক্ষণ প্রভা প্রায়
ক্ষণিক আলোক দেয়, মানস আকাশে,
এবে ইহা যেই মাত্র উঠিয়া লুকায়,
ঘোর অন্ধকার আসি, অবি এরে গ্রাসে।

অনঙ্গ! চমৎকার হয়েছে (স্বগত) সোদু জান্‌তে পেরেছে তার সন্দেহ নাই।

বিজয়। (স্বগত) তাইত সৌদামিনী কি বস্তুতই জান্‌তে পেরেছে।

কাদ। এখন এসো একটু জল মুখে দেবে।

বিজয়। হাঁ চলুন!

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

চতুর্থাঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যান অশোক মূলে আসীন অনঙ্গ-
মোহনের প্রবেশ।)

অনঙ্গ। আহা মরি সৌদামিনী ধরার ললাম,
বামাদের গর্ব্বহারা, গুণের আধার
হেন সুধা সাদা চখে ভুঞ্জিবেক সুখে,
থাকিতে অনঙ্গ তুল্য, অনঙ্গমোহন?
থাকিতে কুলিশধারী, রাহু দুরাচার
করে গ্রাস সুধাকরে থাকিতে এ প্রাণ
দহিতে কি পারে ইহা পুরুষ যে জন,
যাক প্রাণ তবু কার্য্য করিব সাধন।

মধ্যে এক দিবস আছে পরশু সৌদামিনীর বিবাহ। বিবাহ হলেই সৌদামিনী শ্বশুরালয়ে যাবে, ললিত মোহিত আমাকে কেবল মৃগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করলে! উহারা যে আমার উচ্ছেদের সংকল্প করেছে, তা আমি জানতে পারিনে।

দর্শে না দহিবে, তাই কিন্তু আমি সই
গাছে তুলে দিয়ে, শেষে কেড়ে নিলে মই।
জ্বলিল জ্বলিল দেহ, স্মর হুতাশনে
কিছুতেই সুখ নাই, শয়নে অশনে।

(সংগীত তাল আদ্ধা)

"কি ক্ষণে নয়নে তোরে হেরিছিরে প্রাণধন।
হৃদে রাখি, সদা দেখি, এই মনে আকিঞ্চন।
তিলেক বিচ্ছেদ হলে, পুড়িয়ে বিরহানলে,
নিভে না অমৃত দিলে, ছার খার হলো মন।।"

(চিন্তিত ভাবে অবস্থান)

(ললিত ও মোহিতের প্রবেশ।)

মোহিত। ভাই! এক বার ঐ অশোক মূলে চেয়ে দেখ? অনঙ্গ বাবু সাক্ষাৎ অনঙ্গের ন্যায় বসেছেন, আর মধুকরেরা এসে কি আজ্ঞা হয়, বলে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে।

ললিত। অহে তা নয়, সুরাপানে মুখের দ্বিগুণ স্ফূর্ত্তি হয়েছে, মুখ হতে অল্প অল্প মদ গন্ধ নির্গত হচ্চে। মধুকরেরা ঐ গন্ধে অন্ধ হয়ে বিকসিত পদ্ম ভ্রমে উহাঁর বদন মণ্ডলে বসিতে যাচ্চে।

মোহিত। ভাল ভাই তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসি তুমি ত সুমতির বেশ ধরলে, আমিও যেন করুণার বেশ ধরলেম, তাহাদের সহিত আমাদের অবয়বের অনেক ঐক্য আছে, এবং তাহাদের মত আমরা অবিকল কথাও কহিতে শিখেছি কিন্তু যদি সেই তাহারাই আগে সৌদামিনীদের বাড়ী যায় তা হলেই ত ঘরে গৌতম, বাহিরে গৌতম হয়ে পড়বে, তার কি?

ললিত। সে ভয় নাই, তাহারা তাঁহার পক্ষে, তারা কি আর পথ পাবে না।

মোহিত। সে কিরূপ?

ললিত। অনঙ্গ বাবু কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুমতি ও করুণাকে নানা কৌশলে বাড়ীতে আটকে রাখবেন, আর আমরা এ দিকে কার্য্য রক্ষা করে আসবো।

মোহিত। ভাল ভাই, আর একটি কথা জিজ্ঞাসি, আমরা যেন গণকের নিকট হাত দেখাবার জন্য, সৌদামিনীকে নিয়ে এলেম, কিন্তু যখন প্রকাশ হবে, যে সুমতি ও করুণা সেঁজুতে নিয়ে যায় নি, আর কাহারা নিয়ে গিয়েছে, তখন ত অবশ্যই বিজয় অনঙ্গ বাবুর কাছে আস্‌বে, যদি একেবারে উদ্যানে এসে উপস্থিত হয়, তখন উপায়।

ললিত। সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আমরা যেই সৌদামিনীকে নিয়ে আসবো, অমনি রামসিং গিয়ে বাবুকে সংবাদ দিবে। তিনি তৎক্ষণাৎ "অকস্মাৎ মদনপুরে একটা খুন হয়েছে" বলে বিজয়কে এক খানি পত্র লিখে, উদ্যানে আস্‌বেন। আমরা

সৌদামিনীকে তাঁর কাছে দিয়ে বাগানের দ্বার বন্ধ করে চলে আসবো।

মোহিত। ভাই আগুন কখনই কাপড়ে বাঁধা থাকবে না যখন প্রকাশ হবে, যে উনিই এ কর্ম্ম করেছেন, তখন কি হবে।

ললি। এই এক পাগল, কামান্ধ হলে পরে কি হবে, তা কি আর সে দেখ্‌তে পায়?

মোহি। অনঙ্গবাবু সৌদামিনীর জন্য একেবারে অধীর হয়ে প ড়েছেন্।

ললি। তুমি না বলেছিলে "কে রজ্জু পাশে বায়ু বদ্ধ কর্‌বে?"

মোহি। সখে. দেখ, দেখ অনঙ্গবাবু চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হয়ে একেবারে স্পন্দহীন হয়ে বসেছেন্।

নিশ্চল তারকাযুগ, শোভিতেছে নেত্র-
দ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত, যেমতি সলিলে
অর্দ্ধ মুকুলিত পদ্ম, রবির বিরহে
অতি কাতর অন্তর, সঘনে নিশ্বাস
বহন করিছে, দেখ, মুরার সৌরভ।
একি এঁর নিদ্রাবেশ, অথবা সমাধি
করিছেন, হৃদিপদ্মে স্থাপিয়ে, যতনে
সুধাময়ী সৌদামিনী, হৃদয়মোহিনী।

ললি। (নিকটে গিয়া) অনঙ্গবাবু! ও অনঙ্গবাবু!

অন। (নেত্র উম্মিলন করিয়া)

হেনবাদ কেন সখে! যেইক্ষণ আমি
তোষিলাম ভামিনীরে; যেইক্ষণ প্রিয়ে,
বান্ধিবারে মম কণ্ঠ, ভুজলতা পাশে,
আইলা প্রেমেতে মাতি, হেনকালে তুমি,
জাগাইলে মোরে, চলি গেলা, ভয়ে ভীতা,
উদয়ের কালে শশী লুকালে কোথায়,
চারিদিক অন্ধকার মরি হায় হায়।

ললি। সখে তার চিন্তা কি, কাল এনে দিবো।

কাদ। (সবেগে) গণকের নিকট হাত দেখাতে। এ বাড়ী গোলমাল বলে তাকে এখানে আন্‌তে পাল্যেনে, সৌদামিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলি।

উভয়ে। এই আস্‌ছি, কিছুই জানি না, কিছু যদি জানি, দিদি দুটী চক্ষুর মাথা খাই।

কাদ। ওমা আমার একি হলো!

সুখ। দিদি তোর পা ছুঁয়ে দিব্বি করতে পারি, যদি আমরা কিছু জানি। আমরা এই আস্‌চি, আমরা কিছু জানি না, অনঙ্গ দাদার একটু বিশেষ কাজ ছিল, তাই তিনি আমাদিগকে ডেকে পাঠয়ে ছিলেন, আমরা সেই কাজটি করেই এই আস্‌চি।

কাদ। ওমা আমারে কি হলো, ওমা আমি কোথা যাবো, ওরে এই যে তোরা নিয়ে গেলি। আজ কাল যে আমি স্বপন দেখেছি, আমার রত্নহার চুরি গিয়েছে।

সুখ। দিদি! তুমি কি পাগল হয়েছ? আমরা কেবল কানে নিয়ে এপাড়া হতে ও পাড়ায় গিয়েছি?

কাদ। অরে আমিও তা একবার ভেবে ছিলেম।

করু। একি ভাই আমরা কি জেগে স্বপ্ন দেখছি।

সুখ। ভাই গোল করোনা চল, এই বেলা দাদাকে, বোনজ মহাশয়কে ও বিজয় দাদাকে গিয়ে বলি।

করু। চল ভাই, আর বিলম্ব করা নয়।

(সকলের নিস্ক্রমণ।)

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্পপুর।

(অনঙ্গমোহনের উদ্যানে যাইবার পথ।)

(চিত্রপট হস্তে সৌদামিনীর এবং সুমতি ও করুণারবেশে ললিত ও মোহিতের প্রবেশ।)

ললি। করুণা বল দেখি ভাই সোদু কেন বাড়ী থেকে বেরিয়েছে?

মোহি। গণককে হাত দেখাতে।

ললি। শুদ্ধ তাই হলে কি সোদু বাড়ীর বাইরে এক পা আসত। আমি বলে ছিলাম হাত দেখিয়ে, অমনি সৌদামিনীকে নীরদ দেখাব—রাধা শ্যাম দর্শনে বেরিয়েছেন।

মোহি। তাই বটে! সৌদামিনী!

ভাল করে করো সখি, নীরদ দর্শন;
চিত্তের নীরদ সহ করিও তুলন॥

সৌদা। সুমতি! করুণা! ফিরে চল ভাই! লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে! আজকের দিন কে কোথায় বাড়ীর বাহির হয়ে থাকে?

ললি। অলো তুইত আর কচি খুকি নস্, যে হলুদ মেখে ঘরের বাহির হলে, তোরে ডাইনে খাবে।

মোহি। চলে চল না ভাই, এতক্ষণ যে সেখানে যেতে পার্‌তেম। যাবো খপ্ করো হাত দেখিয়ে নীরদ দেখিয়ে চলে আস্‌বো।

সৌদা। না ভাই ফিরে চল, আজি কত লোক আমাদের বাড়ীতে আস্‌চ্যে, ছ্যা! তারা কি মনে কর্‌ছে।

ললি। মর্! আমাদের সঙ্গে আস্‌চিস্, তার ভয় কি লা? চলে আয় না।

অনঙ্গ বিজ্ঞতাগুণে বিশেষ বিখ্যাত,
এঁহতে এহেন কাজ্ কভু কি সম্ভবে ?
করুণা করুণাময়ী. সুমতি সুমতি,
সমধিক স্নেহ মোর প্রতি এদোহার।
একি কোন দৈব মায়া, কিম্বা জাগরণে
দেখিতেছি স্বপ্ন আমি ? অথবা সুরায়
আচ্ছন্ন করেছে এঁর জ্ঞান প্রভাকর।
সুমতি করুণা এঁতে মজেছে মজেছে,
নতুবা হইবে কেন এত নিদারুণ
মোর প্রতি ; কভু কিগা চন্দন লতিকা
বিষলতা ভাব ধরে, যদি না ভুজঙ্গ
ধরে তারে, আহারি, আলিঙ্গন পাশে ?

(প্রকাশে) সুমতি ! করুণা ! তোমরা যে কিছু বল্‌ছো না ?

ললি। হাঁ। কিছু বল্‌তে হবে। অনঙ্গবাবু ! যাতে সৌদামিনীর জন্যে শেষে আমাদিগকে পরিতাপ কর্‌তে না হয়, এরূপ কর্‌বেন্, এক্ষণে আমরা চল্যেম।

অন। রতন মালার কে বা অযতন করে ?
সবাই ইচ্ছুক হয়ে কণ্ঠদেশে পরে,
এ মালা পরিলে কণ্ঠে প্রভায় ইহার
হতপ্রভা হবে, মোর সুবর্ণের হার।

ললি। তা সত্যি, সৌদামিনীর এমনি রূপই বটে. সৌদামিনী ! চল্যেম ভাই। (প্রস্থানোদ্যত)

সৌদা। সখি ! আমায় কোথায় ফেলে যাও।
ব্যাধের বাগুরামধ্যে মৃগারে আনিলে।
মার্জ্জার বদনে, সখি ! সারিকা ত্যজিলে।
সমর্পিলে রাজহংসী কালসর্প মুখে,
মরিবো মরিবো আমি থাক, বোন, সুখে।

ললি। ওকি ভাই সুখে রামরাজ্য ভোগ করো।

(উভয়ের প্রস্থান)

সৌদা। (স্বগত) ওমা! এরা যে সত্যি সত্যিই গেল!! আহা যার মাথায় কাল চুল, তারে চেনা ভার, এরা যে এপর্য্যন্ত নাম লেখায় নি এই আশ্চর্য্য! (প্রকাশে) দাদা আমায় ছেড়ে দাও, ওরা সব গেল, আমি কার সঙ্গে যাবো?

অন। হেরিয়ে বলছে প্রিয়ে শারদ কৌমুদী
একে মুদে নয়ন শিরে—কে ত্যজে হেন রতনে।
সরসী সলিলপূর্ণ, আমি তৃষ্ণাতুরা?
এ প্রাণ থাকিতে প্রিয়ে কভু না ছাড়িব।

সৌদা। দাদা তোমার সে সব ভাব কোথায় গেল? লেখাপড়ার কি এই ফল? তোমরাই সৎপথ দেখাবে, অন্যে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। যদি তোমরাই এইরূপ অপথে পদক্ষেপ কর, তবে সৎপথে কে চল্‌বে। তোমা হতে এরূপ হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। দাদা আমি যে কুমারী, এ পর্য্যন্ত আমার বিবাহ হয় নি। যদি এখন আমার কোন অখ্যাতি রটে, তবে কি আর আমার বিবাহ হবে, তুমি কি সামান্য সুখের জন্য একটি অবলা কুমারীকে চির কালের নিমিত্ত অসুখী কর্‌বে।

অন। আমি ওসব কিছু শুন্‌তে চাই না, কম্‌। (আকর্ষণ)

সৌদ। (কাতর স্বরে) আহা কোথায় যাবো, অগো, আমায় কোথা নিয়ে যাবে!

(স্বগত)

আহা মরি দিদি মোর করি হাহাকার,
কতই কাঁদিছে, শিরে করাঘাত হানি!
বলিছে সোদুরে মোর ধরেছে মাতালে,
প্রহার করিছে কত সোনার শরীরে।
লইল যা ছিল অঙ্গে; কিম্বা একেবারে
করিয়াছে প্রাণ নাশ, যত দুষ্ট গণ।
জানিতে পারেনি, কিন্তু এবে তাঁর সোদু
পড়েছে এমন এক দুরাচার করে,

যে মোর সামান্য ধনে না চায় হরিতে।
করে না প্রহার এই বিনশ্বর দেহে।
এ যে দেশ যশে মোর করয়ে প্রহার
সতীর অমূল্য নিধি; করেছে গো পণ
হরিতে অমূল ধন, যার বিনিময়ে
সসাগরা ধরা হয়, তুচ্ছ লোষ্ট্র সম।
সতীর সতীত্ব ধন পরম রতন।

(প্রকাশ) আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ী যাই আহা! আজি আমার বিবাহ। সকলে আমাদের বাড়ী এসেছে, কোথায় তারা আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, তাহা না হয়ে, সকলেই হাহাকার কর্‌ছে। কোথায় তারা শাঁক বাজাবে, উলু দিবে, তা না হয়ে,সকলেই চীৎকার কর্‌ছে। সুমতি! করুণা! তোমাদের মনে এই ছিল, তোমরা যে এমন কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি এমন কি অপরাধ করেছিলেম যে তোমরা এমন দণ্ড দিলে!। তোমাদের উপর আমার যে বড় বিশ্বাস ছিল। শুনেছি বিশ্বাসঘাতকের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, তাকে চিরকাল নরকে পচ্‌তে হয়। ইনি তোমাদিগকে এমন্ কি ধন দিয়েছেন, যে তোমরা সে সব ভুলে গেলে?

অন। তারা কি তোমার সখী, ললিত ও মোহিত তাদের বেশ ধরে গিয়েছিল।

সৌদা। আহা আমিও ত তাই বলি। চন্দ্রকলা হতে কখন কি বিষ ক্ষরে থাকে? সখি সুমতি! সখি! করুণা, না জেনে, তোমাদের অকলঙ্ক চরিত্রে আমি কত দোষ দিয়েছি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, (স্বগত) বাপ্‌রে কি চাতুরীই করেছে!! (প্রকাশে) যেমন এই কথাটি শুনিয়ে, আমারে সন্তুষ্ট কর্‌ল্যেন, তেমনি আমারে ছেড়ে দিয়ে, সন্তুষ্ট করুন্; যেন আপমকার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক না হয়।

অন। প্রিয়ে! বল কি, এত কাণ্ড করে্য কি ছেড়ে দিতে পারি? এসো কেন অনর্থক কাল হরণ কর। (আকর্ষণ)

সৌদা। অগো তোমার পায়ে পড়ি টেনোনা। কে কোথা দিয়ে এসে দেখ্‌বে।।

অন। সৌদামিনীর হস্ত ছাড়িয়া ও পকেট হইতে ছোরা বাহির করিয়া, দেখ।

সৌদা। (গলদেশ প্রসার করিয়া) হাঁ এই দণ্ডেই ঐ শীতলস্পর্শ ছোরা আমার গলায় দাও। আমি স্বশরীরে স্বর্গে চলে যাই। দাও আর বিলম্ব কর কেন?

অন। ও মাই ডিয়র নো নো; যে এখানে এসে যে এ যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌বে, এই ছোরা তার অভিচার মন্ত্রস্বরূপ! এর দ্বারা তারে সংহার কর্‌বো। তোমার ভয় কি! (ভূমিতে ছোরা নিখাত করা)

সৌদা। হা অদৃষ্ট! আমি ভেবেছিলাম্, এইবার বুঝি আমার দুঃখের অবসান হলো (স্বগত) জগদীশ! যেন দাদা, বোস্‌জ মহাশয় এখানে না আসেন্। এটা যে উন্মত্ত হয়েছে, কি জানি যদি তাঁহাদিগকে প্রহারই করে বসে। (প্রকাশে) দাদা আমিও ত তোমার ধর্ম্ম যজ্ঞের বিঘ্ন, তবে কেন আমাকে এখনও জীবিত রেখেছেন।

অন। নো নো, কম্ এখানে কেউ টের পাবে না।

ওরে রে নীরদকৃষ্ণ রূপ গুণহীন।
তুই মোর প্রতি দ্বন্দ্বী, তোরে সংহারিয়া,
নিষ্কণ্টকে সৌদামিনী সহ, সহবাসে,
ভুঞ্জিব পরম সুখ, যাবত্ জীবন।
হয় কি রে রাজ্য লক্ষ্মী অচল অটল,
যদি নরপতি নাহি নাশে শত্রুদল,
নিরুদ্বেগ হবো তোরে ক'রিয়া সংহার?
কার রে! বাসনা হয় রাখতে বিপক্ষ?

সৌদা। (ছোরা গ্রহণ ক'রিয়া স্বগত) জগদীশ! তোমায় ধন্যবাদ দি, তুমিই প্রসন্ন হয়ে, এই ছোরা আনলে। আর এ দুরাত্মা আমার কি কর্‌তে পারে, ছোরা! এই বিপদে তুমিই আমার সহায়, দেখ যেন আশ্রয় দিতে কাতর হইও না, এখানে তুমি বৈ আর আমার কেউ নেই। আজি প্রাণনাথ বাহুপাশে আমার গলদেশ ধারণ

কর্‌তেন. এসো তুমি তার স্থানীয় হও। আমি সেই সুখ অনুভব করি, আর বিলম্ব কেন? এখনি যে এই দুরাত্মা কাল সাপের ন্যায় হাত বাড়াবে। প্রাণনাথ! তোমার মুখ চন্দ্র দেখবো বলে, বড় আশা করেছিলেম্‌। আমার সে আশা নির্ম্মূল হয়ে পড়েছে।

(প্রকাশে সক্রোধে) দেখ্‌ পাপিষ্ঠ! নরাধম! যদি তুই পুনর্ব্বার আমার গাত্র স্পর্শ কর্‌বি? তাহা হলে আমি তোর সমক্ষে এই ছোরা গলায় দিবো। দেখ্‌রে মূঢ়! সুরাপান তোরে কি ভয়ঙ্কর পশু করে ফেলেছে। পশুরাই যথেচ্ছাচার করে থাকে। কাল তুই আমাকে পতিব্রতার উপাখ্যান পড়িয়েছিস? দেখ্‌ আজ্‌ তুই আমাকে কিরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করাতে, উদ্যত হয়েছিস্‌? তুই ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত, কোথায় অন্যের দৌরাত্ম্য নিবারণ কর্‌বি, দেখ আজ তুই কিরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানের সংকল্প করেছিস্‌! পূর্ব্বে তোর উপর আমার দেবতুল্য ভক্তি ছিল। আজ্‌ তোকে তির্য্যক্‌ জাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান কর্‌ছি। দেখ্‌ সুরাপান তোরে কিরূপ অবজ্ঞাস্পদ করে তুলেছে!

অন। না না প্রিয়ে এসো ঘরে যাই। (গ্রহণের চেষ্টা।)

সৌদা। (সক্রোধে) তোরে এখনও বল্‌ছি আমার গাত্র স্পর্শ করিস্‌ না।

> অরে বে! মাতাল! তোর এই পাপ দেহ
> কেন না হতেছে ভস্ম, এখনো দুর্ম্মদ!
> যেমতি ব্যাধের অঙ্গ দগ্ধ হয়েছিল
> যবে সে পাপিষ্ঠ, নষ্টমতি, দুরাচার
> পতিব্রতা দময়ন্তী সতীত্ব রতন
> হরিতে বাসনা করেছিল রে গহনে?

দুরাচার! দূর হ!! দূর হ!! তোর মুখদেখ্‌লে পাতক জন্মে তুই দূর হ!! তোরে এখন বল্‌ছি, আমার গাত্র স্পর্শ করিস্‌ না (পলায়নের উদযোগ, অনঙ্গমোহনের অগ্রে গিয়ে পথ রোধ)।

সৌদা। (উচ্চৈঃস্বরে)

অহে নাথ দীনবন্ধো! দুর্ব্বলের বল!
তোমার সমক্ষে এই পশু নররূপী
মত্ত হয়ে মদ পানে, লইবে আমার
সতীত্ব-পরশ-মণি, যাহার প্রভাবে
পতিব্রতা গরবিনী, রমণী সমাজে।
নিক্ষেপ করহ নাথ! ভীষণ অশনি,
শতধা বিভিন্ন হৌক, মস্তক ইহার,
জ্বলুক, জ্বলুক, এর এ পাপ শরীর.
দেখি মোর দুঃখানল হৌক নির্ব্বাপিত।

অন। দেখ এখনও তোমায় সহজে বল্‌ছি, এখানে তোমার কে আছে?

সৌদা। হাঁ কি বলি! নির্ব্বোধ! এখানে আমার কে আছে! যিনি সকলের নিয়ন্তা দুস্টদমন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয় তিনিই আছেন! আর এই তৎপ্রদত্ত ছোরা আছে। তুই মদমদে আচ্ছন্ন হয়েছিস্‌ সুতরাং তুই কিছুই জান্‌তে পাচ্ছিস্‌না. আমি বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্ছি যেন কে এসে, আমার অন্তঃকরণে শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করছেন। ওরে এখনও ছেড়ে দে, নইলে এই দেখ্‌ ছোরা গলায় দি বল্‌ছি।

অন। প্রিয়ে! আত্মঘাত বড় পাতক।

সৌদ। (সক্রোধে) অরে মূর্খ! সতীর সতীত্ব রক্ষাই পরম ধর্ম্ম, যে কোন উপায়ে হউক সতী সতীত্ব রক্ষা কর্‌বে। জগদীশ! আমি আত্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হলেম.বলে কি, তুমি আমায় চরণ সরোজে স্থান দিবে না, নাথ! তোমায় যে লোকে সকলে অন্তর্যামী বলে, তুমি কি আমার মনের ভাব কিছুই জান্‌ছ না! নাথ! তুমি যা কর সব বিষয়ের একটি একটি উদ্দেশ থাকে, এ অনাথা অশরণা সৌদামিনীর আত্মাঘাতের উদ্দেশ কি? নাথ! আমার আত্মঘাতের কি এই উদ্দেশ, যে এক জন দুর্ম্মদ মদ্যপায়ীর অত্যাচারেই এই অবলা কুমারী আত্মহত্যা করলে, এ দেখে সকলের মনে করুণার সঞ্চার হবে

ও সকলে সুরাপানে ক্ষান্ত হবে। নাথ যদি এই আমার আত্মহত্যার উদ্দেশ হয়, তবে কি না হলো! আমি যে আত্মহত্যা জন্য চিরকাল নরকে দুঃসহ যাতনা ভোগ কর্‌বো, সে আমার স্বর্গভোগ।

অন। প্রিয়ে! পর কাল আবার কি! পরকালে নরক ভোগ বা সুখ্‌ভোগ নাই, এই জগতে সুখভোগই স্বর্গভোগ! যে এই সুখ-ভোগে আত্মাকে বঞ্চিত করে, সেই পাতকী, কেন অনিশ্চিত বিষয়ের প্রত্যাশায়, নিশ্চিত বিষয়ে জলাঞ্জলি দাও। যে পারত্রিক সুখ প্রত্যাশায় ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দেয়, সে সম্মুখস্থ সুশীতল সলিল-পূর্ণ সরোবর পরিত্যাগ করে্য, মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান হয়। এসো কেন অনর্থক কাল হরণ কর।

সোদা। (সবিস্ময়ে) ধন্য সুরা! তোর প্রভাবে জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়দাস, ও পরম আস্তিক নাস্তিক হয়ে পড়ে!! অরে নাস্তিক অরে মাতাল! দেখ সুরাপানে কিপর্য্যন্ত তোর মানসিক বৃত্তির পরি-বর্ত্ত হয়েছে। তুই যদি কেবল কামান্ধ হতিস্‌? তাহা হলে, যথা কথ-ঞ্চিৎ তোর জ্ঞানোদয় হবার সম্ভাবনা ও এই দুষ্কর্ম্ম হতে নিবৃত্ত হবার প্রত্যাশা থাক্‌ত। তুই যখন পরকাল মানিস্‌ না, তখন ধর্ম্ম-ভয় তোর আর কি কর্‌তে পারে? তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ!

অন। ভাল যদি আমি তোমার পানিগ্রহণ করি, তাহা হলে তোমার আপত্তি কি আছে?

সৌদা। (সক্রোধে) কি বলিস্‌ পাপিষ্ঠ! তুই আমার পাণি-গ্রহণ কর্‌লে, আমার আপত্তি কি আছে? তুই একে কৃতদার, তাহাতে আবার তুই এখন মাতাল হয়েছিস্‌, তোরে বিশ্বাস কি? তুই আজি সুরাপানে মত্ত হয়ে, এই সাধুবিগর্হিত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিস্‌, কাল আবার তুই স্ত্রী পুত্রের প্রতি মমতা-শূন্য হয়ে, কৌপিন পরিধান পূর্ব্বক পথে পথে বেড়াবি, যত বালকে তোরে মাতাল বলে, তোর গাত্রে লোষ্ট্রপ্রহার করবে, তোরে বিশ্বাস কি? তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ!

অন। (স্বগত) আর ত সহ্য হয় না, আরও একটু পান কর্‌তে হলো (পানাভিনয়)।

(সৌদামিনীর পলায়নের চেষ্টা)

অন। (স্বগত) কোথায় যাবে বাবা! দ্বার রুদ্ধ আছে!

(উদ্যানের বাহিরে নীরদ ও বিনোদের প্রবেশ)

নীর। সখে! সত্য?

বিনো। সখে! আমি কি অজ্ঞান, আমি এই দিকে বেড়াতে এসেছিলেম্ বেস্ লক্ষ্য করে দেখেছি, তিনিই সৌদামিনী, তার আর সন্দেহ নাই; কেননা তাঁর হাতে তোমার পিক্চর ছিল। তিনি, আর দুইটি তাঁর সমবয়স্ক স্ত্রী এই উদ্যানে প্রবেশ কর্লোন্, ক্ষণ বিলম্বে সেই দুটি স্ত্রী বহির্গত হয়ে, উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ করে্য, চলে গেলেন; কিন্তু তিনি উদ্যানেই রইলেন, এবং পুরুষেরও স্বর আমার কর্ণ গোচর হয়েছিল।

নীর। আচ্ছা তুমি যাও, যদি কেউ জিজ্ঞাসে, তাহা হলে কোন ব্যপদেশে গোপন করো, আমি এলেম্ বলে। এক বার দেখা আবশ্যক।

বিনো। সখে! তুমি একা থাক্বে সে ত ভাল হয় না।

নীর। সখে! তার চিন্তা কি আমি ত সম্মুখে যাবোনা, একবার অন্তরাল হতে দেখে আস্বো, তুমি যা বল্ছো যদি তাই হয় তবে তত্ক্ষণাত্ চলে আস্বো, ও এই রজনী যোগেই এস্থান হইতে প্রস্থান করবো, এই কৌমার ব্যভিচারিণীকে কে বিবাহ কর্বে।

বিনো। তবে আমি চল্যেম (প্রস্থান)

নীর। (স্বগত)

প্রণয়-পবিত্র মিত্র বিনোদ বিহারী
মোর সুখে সদা সুখী, মোর দুখে দুখী।
টালিতে কি পারিবেন, প্রিয়ার চরিতে
দোষ পঙ্ক দুর্নিবার; না হয় প্রত্যয়।
পর দোষ সম্বরণে বিশেষ কৌশল
আছে এর; তবে যে এ যত্ন সহকারে
প্রকাশিল? সে কেবল মোর শুভ হেতু।

দ্বার ত রুদ্ধ কোন স্থান দিয়ে প্রবেশ করি
(ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে)

হায় ! জগদীশ ! একি ! ভেবেছি যাহারে
নীরদ-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
একে সে যে দুর্ব্বিষহ বিষের আধার,
ভুজঙ্গী কুসুমাচ্ছন্ন ; যাহার প্রণয়
সাগর মন্থনে, বড় আশা করেছিনু,
উঠিবে অমৃত-ভাণ্ড ; বুঝিনু বিশেষ
উঠিত কেবল বিষ, যাহার প্রভাবে
জর জর হতো তনু, যাবত্ জীবন।
আহা মরি রমণীর মর্ম্ম বুঝা ভার !

অন। দেখ বাবা মধুপানে আমার মদনানল ক্রমেই উদ্দীপিত হচ্যে, আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। (সৌদামিনীকে ধরিবার চেষ্টা।)

সৌদা। ছোরা আর কোন্ সময় ! এসো তোমাকে কণ্ঠের আভরণ করে্য স্বশরীরে স্বর্গে যাই—প্রাণ নাথ ! একবার এ সময়ে এসে দেখা দিলে না।

(গলায় ছুরিকা প্রদান ও ভূতলে পতন।)

নীর। (শ্রবণ করিয়া) ও ! সুই সাইড্ ! ও সুই সাইড্ ! হরর ! হা ! হা ! প্রিয়ে ? এই আমি এসেছি, এই আমি এসেছি, আত্মঘাত করোনা, আত্মঘাত করনো।

(প্রাচীর উল্লংঘনাভিনয়, ভিতরে পতন।)

সৌদ অহে নাথ ! বিশ্বপতি ! এ ভব মণ্ডল
রসাতলে যায় প্রভু। করুণা বিতরি
বারেক দেখ গো চেয়ে ; যত দুরাচার
সুরা যাগে ব্রতী হয়ে, কি কাল অনল
জ্বালি দিল, শিখা যার দিগন্ত ব্যাপিনী !
বিনাশেন যত সুখ, যা ছিল এ ভবে।

অবশেষে অভাগিনী অনাথিনী হায়,
সৌদামিনী এবে এর পূর্ণাহুতি হলো।

হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা প্রিয়সখি সুমতি! হা করুণাময়ি করুণা! তোমাদের সোহু জনমের মত চল্যো! বৌ! আর সোহু তোমার কাছে বসে সুরাপানবারিণী বৈ পড়্‌বে না।

কোপ পরিহার, সুরা! কর অতঃপর,
না জানি আর কি হবে, উত্তর উত্তর,
এবে দেখ গুণনিধি অনঙ্গমোহন,
গুণে বৃহস্পতি সম, রূপেতে মদন,
জ্ঞান শূন্য পশু প্রায় তোমার প্রতাপে
ধরেছে বিকট বেশ, দেখি হিয়া কাঁপে।
তোষিবারে তোরে, সোহু দিল আত্মবলি
তুষ্ট হয়ে দেশ ছেড়ে যারে সুরা চলি।

(মৃত্যু)

নীর। (সক্রোধে) আঃ পাপ! সুরাপায়ী! কুমারীস্পর্শ-পাতকী, র! র! (সম্মুখস্থ বৃক্ষের শাখাভঙ্গ ও অনঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া।)

হয়েছিস্ সুরাপানে এমান প্রমত্ত,
অরে নরাধম! নাহি তোর কাণ্ড জ্ঞান!
স্ত্রীহত্যা হইল তোর সম্মুখে পাপিষ্ঠ!
দুরাচার! নরপশো! পাষণ্ড! পামর!
আকারে মনুষ্য বটে, কিন্তু আচরণে
নিকৃষ্ট সহস্রগুণে রাক্ষস জিনিয়া
দেখিতেছি তোরে এবে। কি কাজ করিলি,
অরে মূঢ়! মত্ত হয়ে বারুণী সেবনে।
বিষময়ী সুরা তুই, সংসার নাশিনী।

অন। প্রিয়ে একি! একি! অনঙ্গমোহনের বিশাল বক্ষঃস্থল থাকতে মৃত্তিকায় শয়ন করেছ! ছি! ছি! এসো বৈঠক খানায় যাই
(সৌদামিনীকে উঠাইবার চেষ্টা)

নীর। (সক্রোধে) অরে পাপিষ্ঠ! তুই প্রিয়ার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শদ্বারা দূষিত করিস্ না, করিস্ না।

অন। (সৌদামিনীর কণ্ঠ হইতে ছোরা আকর্ষণ করিয়া সক্রোধে)

দূরে যা, নতুবা তুই যাবি যমালয়,
এই দেখ্ তীক্ষ্ণধার তরবার করে
কালের করাল জিহ্বা; ইহার প্রভাবে
নিবারিব যত বিঘ্ন এ মদন যাগে।
কে তুই? মৃত্যু কি তোরে পাঠালে এখানে?

নীর। (সক্রোধে)

এ নয় বিচিত্র বড় অরে দুরাচার!
তোর পক্ষে; হিতাহিত বিবেক বিমূঢ়!!
যে কাজ করিলি তুই; তোর অত্যাচারে,
চেয়ে দেখ্ আত্মঘাতে মরিল কুমারী,
নীরদের মনোরমা, ললনা-ললাম
সাধ্বীদের নিদর্শন, আমরি! আমরি!
পশুরূপ মাতালের অসাধ্য কি আছে!

অন। (ছোরা অবলোকন করিয়া স্বগত) তাইত এই যে প্রিয়া সত্য সত্যই প্রাণ ত্যাগ করেছেন্-অস্ত্রে রক্ত লেগেছে। (প্রকাশে)

প্রিয়ার শোণিত সিক্ত এই তরবার
তোর রে হৃদয়ে আমি করিব প্রহার
এখনি পাঠাব তোরে শমন সদনে;
ভেবেছিস্ মনে ফিরে যাইবি ভবনে?

নীর। (সক্রোধে)

অসাধ্য কি আছে তোর তুইরে মাতাল,
মাতাল সহজে ভাঙ্গে ঈশ্বর-নিয়ম;
মাতাল না শোনে কানে গুরু উপদেশ।
মাতাল কুপথে ধায়, মাতাল বাড়ায়
পরিবার-শোক সিন্ধু। মাতাল ধরার
ধূমকেতু ভয়ঙ্কর অমঙ্গল-হেতু।

অর্থ নাশ, কীর্ত্তি নাশ গৌরব বিনাশ
করেরে মাতাল ; নাহি হয় সশঙ্কিত
আত্মঘাত, নর হত্যা, স্ত্রী হত্যা পাতকে।
আমারে মারিবি তুই নহে অসম্ভব।

অন। (সক্রোধে)
সুরাপানে প্রজ্বলিত মোর ক্রোধানল,
এসেছিস মরিবারে তুইরে পতঙ্গ ;
এখনি করিব তোরে ভস্ম অবশেষ।
অরে র!! শলভ! তোরে দেখাই প্রতাপ।
(নীরদ কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ছোরা প্রহার)

নীর। (সক্রোধে) অরে র! দুর্ম্মদ তোরে দেখাই প্রতাপ।
(অনঙ্গের মস্তকে মর্ম্মান্তিক ভগ্নশাখা প্রহার ও উভয়ের ভূতলে পতন।)

নীর। আ! আমি যাই!

(নেপথ্যে) হায়! বন্ধু কেন আর্ত্তনাদ কর্‌লেন্, অগো এই সেই বাগান।

(প্রাচীর টপ্‌কে মন্মথ, বিজয় ও বিনোদবিহারীর প্রবেশ।)

সকলে। একি! একি!

নীর। আত্মঘাতে প্রাণ প্রিয়া হরিল আমার,
আমারে মাতাল বেটা করিল প্রহার,
বিনোদবিহারী তুমি রহিলে কোথায়,
সুরার প্রভাবে ধরা রসাতল যায়।

(দ্বার মোচন করিয়া মধুসূদন ও বিনয় বাবুর প্রবেশ।)

বিনো। সখে এই যে আমি এসেছি, বন্ধু! অবন্ধু! হায় আমি দূত হয়ে এসে, তোমারে কি এই কালান্ত যমের হস্তে সমর্পণ করে গিয়েছিলেম্, হায় কেন আমি এখানে এসেছিলেম, কেন পরম সাধ্বী সৌদামিনীর প্রতি আমার অন্যথা ভাবের আশঙ্কা হয়েছিল, কেন আমি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছিলেম্, কেনই বা তোমারে একাকী এখানে ফেলে গেলেম, সর্ব্বথা আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হয়েছি।

(ঊর্দ্ধমুখে সবাষ্প)

জননি !

বধূ সহ পুত্রমুখ দেখিবার আশে,
বসিয়ে আছগো মাতা মনের উল্লাসে।
নীরদ, সুরার-ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন কায়
সৌদামিনী সহ মাগো লুকালো হেথায়।

সখে ! যখন জননি ! আসি নিকটে আমার
বলিবেন " হাঁরে বাছা বিনোদ বিহারী !
তুই যে একাকী এলি এরা কতদূর
পুত্র মোর পুত্র বধূ ? কেন হেরি তোর
ও চাঁদ বদন ম্লান, চক্ষে কেন জল ?"
তখন এ নরাধম, মাতাল জিনিয়া
নৃশংস সহস্র গুণে, কি বলিবে তাঁরে ?
কেমনে বলিব তাঁরে, এই দুরাচার
ডেকে এনে দেছে তনয় তব জীবন
মাতালেরে উপহার, নর নিশাচর।
কেন বিধি ! মিত্র-ঘাতী করিলি আমারে।

(মূর্চ্ছা।)

বিজ। হায় ! আমার কি হল। (মূর্চ্ছা।)

মধু। অনঙ্গমোহন। অনঙ্গমোহন ! তুই এখন কি সেই অনঙ্গমোহন আছিস ? আর কি তোরে কেউ বিদ্বান বলে মান্য কর্‌বে ? আর কি তোরে কেউ মনুষ্য বলে গণ্য কর্‌বে ? দেখ সুরাপান তোরে কি জঘন্য ভয়ঙ্কর রাক্ষস করে তুলেছে।

জন্মিয়াই মৃত্যু কেন না হইল তোর,
অরে কুলাঙ্গার ! কেন অতিরিক্ত পানে,
অকর্ম্মণ্য না হইলি ; তা হলে ত তোকে
অনন্ত নরক ভোগ করিতে হতো না,
স্ত্রী হত্যা পুরুষ হত্যা একত্র মিলেছে,
আহা মরি আশা পান একি ভয়ঙ্কর !!!

বিনোদবিহারী। বিজয়! উঠো উঠো খুড়া মহাশয়! বৈদিক মহাশয়! আপনারা সর্ব্বদাই বলতেন অনঙ্গমোহন আমাদের দেশের অলঙ্কার! দেখুন এক্ষণে সে দেশকে কেমন অলঙ্কৃত করে বসেছে।

(বিনোদবিহারী ও বিজয়ের সংজ্ঞা লাভ।)

বিজয়। (পাত্র বাহির করিয়া) অনঙ্গ বাবু! মদন পূরে কি এই খুন হয়েছে? ইহারই পর্য্যাবেক্ষণ করতে তুমি শশব্যস্ত হয়ে, বাটী হতে বহির্গত হয়েছিলে? যাহা ইহাই জিজ্ঞাসি, তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত, [illegible] তুরূপ হয়েছে?

অন। (মৃদুস্বরে) [illegible] কে?

বিজ। আমি তোমার চিরানুগত বিজয়।

অন। (সবাষ্প) কোন্ বিজয়! দুরাত্মা অনঙ্গ মদপানে মত্ত হয়ে যার সর্ব্বনাশ করেছে, যে বিজয় অনঙ্গের চির হিতাকাঙ্ক্ষী অথচ এই নৃশংস অনঙ্গ মদপানে মত্ত হয়ে যার সর্ব্বনাশ করেছে, তুমি কি সেই বিজয়? যার উপদেশে অবজ্ঞা করে নির্বোধ অনঙ্গ এই বিপজ্জালে জড়ীভূত হয়েছে, তুমি কি সেই বিজয়, নির্দ্দয় শঠ অনঙ্গ মদপানে মত্ত হয়ে যার সর্ব্বনাশের সংকল্প করে যার প্রতি কৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিত?

বিজয়। যদি সঙ্কল্পে প্রণয়পবিত্র মিত্রের সর্ব্বনাশ করবা মানস থাকে তবে সুরা পান কর, তা হলে অতি সহজেই কার্য্য সাধ [illegible] পারবে, বিজয়! যদি প্রবঞ্চক চাটুকার দিগের কূট জালে [illegible] হয়ে আত্মসর্ব্বনাশের অভিসন্ধি থাকে, তবে সুরা পান কর; অনায়াসে কৃতকার্য্য হতে পারবে; বিজয় যদি পা[তকের] এক শেষ ও অত্যাচারের এক শেষ করে এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হবার অভিলাষ থাকে, তবে সুরা পান কর, তা হলে তোমা[র মনো]গতানুসারেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে; বিজয়! যদি নরকে অনন্ত কা[ল নর]কাধিপত্য করবার বাসনা থাকে, তবে সুরা পান কর, তাহা হ[লে বি]না যত্নে তোমার কামনা পূর্ণ হবে।

বিজয়! এ সময়ে আমার জ্ঞানোদয় না হওয়াই ভাল ছিল [illegible] হতভাগা, তাতে আত্মগ্লানি, বিশেষ তোমার সম্মুখে [illegible]